শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের

রচনামৃত

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ

কর্তৃক

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ

নবদ্বীপ হইতে প্রকাশিত

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দরজীউ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নম্র নিবেদন

আপনে অযোগ্য দেখি মনে পাঙ ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয় লোভ ।।

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের বর্তমান আচার্য্য পরমপূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দদেব গোস্বামী মহারাজের বহুগুণাবলীর মধ্যে একটি বিশেষ গুণ হচ্ছে তিনি হলেন একজন অপ্রাকৃত কবি। আর মহতের একটি লক্ষণই হচ্ছে তিনি অপ্রাকৃত কবি। শ্রীল মহারাজ যেমন অতি অল্প বয়সেই পরমারাধ্য পরমহংসকুল বরেণ্য শ্রীলভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের কাছে এসেছিলেন, তেমনি সেই অল্প বয়সথেকেই তাঁর লেখনী থেকে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় বহু শ্লোক, কবিতা ও অন্যান্য রচনা অপরূপ ভাব, ভাষা, ছন্দ, অলংকার ও ভক্তিরস মিশ্রিত হয়ে জগতে প্রকাশ পেতে থাকে। প্রথমদিকে সেগুলি শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের শ্রীগৌড়ীয় দর্শন পত্রিকায় কিছু কিছু প্রকাশিত হয়, অনেক কবিতা ও রচনায় শ্রীলমহারাজের নামোল্লেখ নেই। আমার সেগুলি পড়ে খুব ভাল লেগেছিল মাঝে মধ্যে আমি নিজেই একাকী আবৃত্তি করতাম। পরে জানলাম পরমারাধ্য শ্রীল শ্রীভক্তিরক্ষক শ্রীধরদেব গোস্বামী মহারাজ এবং তাঁর গুরু-ভ্রাতা প্রপূজ্যচরণ শ্রীলভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ, শ্রীল সখীচরণ দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ ও শ্রীল কৃষ্ণদাস বাবাজী মহারাজ এই সমস্ত শ্লোক কবিতা ও রচনা পড়ে প্রচুর আনন্দ পেয়েছেন ও শ্রীল মহারাজের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন।

আমি নিতান্তই অযোগ্য, তথাপি লোভ হচ্ছে, যদি এই সুন্দর সুন্দর অপ্রাকৃত রচনাগুলি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের সুধী ভক্তগণের কাছে তুলে ধরা যায় তাহলে হয়ত আমার পরমপূজ্য শিক্ষাগুরু ও সন্ন্যাসগুরু শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেব গোস্বামী যিনি বর্তমানে বিশ্বময় গৌর-রূপ-সরস্বতী-শ্রীধর বাণীকে বিপুল ভাবে প্রচার করছেন তিনি খুশী হবেন এবং পরমারাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজ ও পূজনীয় বৈষ্ণবগণ খুশী হবেন এবং যাঁরা এগুলি পড়বেন তাঁরা নিশ্চই পারমার্থিক দিক দিয়ে উপকৃত হবেন ও অপ্রাকৃত আনন্দলাভ করতে পারবেন। আমার অযোগ্যতার জন্য মাত্র কয়েকটি রচনাই সংগ্রহ করতে পেরেছি এবং এতে ভুলত্রুটীর জন্য সকলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে দণ্ডবৎ নিবেদন করছি।

—ইতি
দীনহীন অধম
শ্রীভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

প্রণাম-মন্ত্রম্

দেবং দিব্যতনুং সুছন্দবদনং বালার্কচেলাঞ্চিতং
সান্দ্রানন্দপুরং সদেকবরণং বৈরাগ্য-বিদ্যাম্বুধিম্।
শ্রীসিদ্ধান্ত নিধিং সুভক্তিলসিতং সারস্বতানান্বয়ং
বন্দে তং শুভদং মদেকশরণং ন্যাসীশ্বরং শ্রীধরম্।।

শ্রীস্বরূপ-রায়-রূপ-জীব-ভাব-সম্ভরং
বর্ণধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষ-সর্ব্বলোকনিস্তরম্।
শ্রীসরস্বতী-প্রিয়ঞ্চ ভক্তিসুন্দরাশ্রয়ং
শ্রীধরং নমামি ভক্তিরক্ষকং জগদ্গুরুম্।।

সিন্ধু-চন্দ্র-পর্ব্বতেন্দু-শাক-জন্মলীলনং
শুদ্ধ-দীপ্ত-রাগ-ভক্তি-গৌরবানুশীলনম্।
বিন্দু-চন্দ্র-রত্ন-সোম-শাক-লোচনান্তরং
শ্রীধরং নমামি ভক্তিরক্ষকং জগদ্গুরুম্।।

ওঁ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীল-ভক্তিরক্ষক-শ্রীধর-দেবগোস্বামী-বিষ্ণু-পাদানাং পরমহংসানং

সপ্তনবতিতম-শুভাবির্ভাব-বাসরে

প্রণতি-দশকম্

নৌমি শ্রীগুরুপাদাব্জং যতিরাজেশ্বরেশ্বরং।
শ্রীভক্তিরক্ষকং শ্রীল-শ্রীধর-স্বামিনং সদা।। ১।।
সুদীর্ঘোন্নতদীপ্তাঙ্গং সুপীব্য-বপুষং পরং।
ত্রিদণ্ড-তুলসীমালা-গোপীচন্দন-ভূষিতম্।। ২।।
অচিন্ত্য-প্রতিভাস্নিগ্ধং দিব্যজ্ঞান প্রভাকরং।
বেদাদি-সর্ব্বশাস্ত্রানাং সামঞ্জস্য-বিধায়কম্।। ৩।।
গৌড়ীয়াচার্য্যরত্নানামুজ্জ্বলং রত্নকৌস্তুভং।
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রেমোন্মত্তালীনাং শিরোমণিম্।। ৪।।
গায়ত্র্যর্থ-বিনির্যাসং গীতা-গূঢ়ার্থ-গৌরবং।
স্তোত্ররত্নাদি-সমৃদ্ধং প্রপন্নজীবনামৃতম্।। ৫।।
অপূর্ব্বগ্রন্থ-সম্ভারং ভক্তানাং হৃদ্রসায়নম্।
কৃপয়া যেন দত্তং তং নৌমি কারুণ্য-সুন্দরম্।। ৬।।
সংকীর্ত্তন-মহারাসরসাব্ধেশ্চন্দ্রমানিভং।
সংভাতি বিতরণ্ বিশ্বে গৌর-কৃষ্ণং গণৈঃ সহ ।। ৭।।
ধামনি শ্রীনবদ্বীপে গুপ্তগোবর্দ্ধনে শুভে।
বিশ্ববিশ্রুত-চৈতন্যসারস্বত-মঠোত্তমম্।। ৮।।
স্থাপয়িত্বা গুরূন্ গৌর-রাধা-গোবিন্দবিগ্রহান্।
প্রকাশয়তি চাত্মানং সেবা-সংসিদ্ধি-বিগ্রহঃ।।৯।।
গৌর-শ্রীরূপ-সিদ্ধান্ত-দিব্য-ধারাধরং গুরুং।
শ্রীভক্তিরক্ষকং দেবং শ্রীধরং প্রণমাম্যহম্।। ১০।।
শ্রদ্ধয়া যঃ পঠেন্নিত্যং প্রণতি-দশকং মুদা।
বিশতে রাগমার্গেষু তস্য ভক্ত-প্রসাদতঃ ।।

প্রণতি-দশকম্-এর মর্ম্মানুবাদ

আমি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম যতিরাজ-রাজেশ্বর শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর স্বামীর শ্রীচরণ-কমলে নিত্যকাল প্রণাম করি।।১।।

যিনি সুদীর্ঘ উন্নত দিব্যজ্যোতির্ম্ময় নয়নাভিরাম অতুলনীয়া শ্রীঅঙ্গ-বিশিষ্ট, ত্রিদণ্ডধারী, তুলসীমালাও গোপীচন্দনবিভূষিত, যিনি ধারণাতীত প্রতিভার অধিকারী হইয়াও পরমস্নেহময়, যাঁহার দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত অথবা অলৌকিক নির্ম্মল-জ্ঞানপ্রভায় দশদিক সমুদ্ভাসিত, যিনি বেদ-বেদান্ত উপনিষদ, ব্রহ্মসম্মিত শ্রীভাগবত-পুরাণাদি-সর্ব্বশাস্ত্রের বাস্তব সামঞ্জস্য বিধানকারী, যিনি শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের আচার্য্যরত্নমালায় সমুজ্জ্বল কৌস্তভমণির ন্যায় শোভমান এবং শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভুর মহাপ্রেমে উন্মত্ত ভক্ত-ভ্রমরগণের শিরোমণিরূপে বিরাজিত, আমি আমার সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মকে নিত্যকাল প্রণাম করি।।২-৪।।

যিনি কৃপাপূর্ব্বক বেদমাতা গায়ত্রীর নিগূঢ়ার্থ পূর্ণবিকশিত করিয়া এবং শ্রী শ্রীমদ্ভগবদগীতার গূঢ়ার্থ গৌরবময় গুপ্তধন-ভাণ্ডার উদঘাটিত করিয়া আপামরে বিতরণ করিয়াছেন, যিনি ভক্তভগবানের নানাবিধ স্তোত্র-রত্নাদি সমৃদ্ধ 'শ্রীপ্রপন্ন-জীবনামৃতম্' নামক গ্রন্থরাজ ও শ্রীভগবদ্ ভক্তগণের হৃদিন্দ্রিয় রসায়ন-স্বরূপ অপূর্ব্ব-গ্রন্থরাজি প্রকটিত করিয়া জগৎকে প্রদান করিয়াছেন, আমি সেই কারুণ্যসুন্দর-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মে প্রণাম করি।।৫-৬।।

যিনি কৃষ্ণ সংকীর্ত্তন-মহারাস-রসাব্ধি-সমুত্থিত চন্দ্রমাস্বরূপ ভগবান শ্রীগৌর-কৃষ্ণকে সমগ্রবিশ্বে সপার্ষদে বিতরণ করিতে করিতে সম্যক্‌রূপে শোভা পাইতেছেন।।৭।।

যিনি ব্রজাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপধামের গুপ্ত-গোবর্দ্ধন স্বরূপ অপরাধ-ভঞ্জনপাট শ্রীকোলদ্বীপে বিশ্ব-বিশ্রুত মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ স্থাপন ও তথায় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বা-গোবিন্দ-সুন্দর বিগ্রহগণের সেবা-সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিয়া স্বয়ং সেবা-সংসিদ্ধি-বিগ্রহরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রিয়স্বরূপ দয়িতস্বরূপ শ্রীরূপানুগ-ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতীর দিব্য-ধারা-ধর শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণকমলে আমি নিত্যকাল প্রণাম করি।।৮-১০।।

যিনি প্রত্যহ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সানন্দে এই প্রণতি-দশক পাঠ করেন, তিনি সেই শ্রীল গুরুদেবের নিজজনের কৃপা লাভ করিয়া রাগমার্গে ভগবদ্ভজনের অধিকার প্রাপ্ত হন।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামি-বিষ্ণুপাদানামেকষষ্টিতম শুভাবির্ভাব-বাসরে

—ঃ স্তবকুসুমাঞ্জলি ঃ—

হরিভক্তিরসামৃতদানপরং
পরমার্থিগণার্চ্চিতদীপ্ততনুম্।
তনু-নিন্দিত-সুন্দরচন্দ্রশতং
শতশোহথ নমামি তমিষ্টবরম্।।

বরদং শুভদঞ্চ সুশব্দপদং
পদনির্দ্ধুতদুর্জ্জয়দুর্গদলম্।
দলনীয়সুদুর্ণয়বাদভিদং
ভিদভেদযুতাতদচিন্ত্যমতিম্।।

মতিমজ্জনমৃগ্যাসুভক্তিপর
পরমর্ষিগণাঞ্চন-মৌলিমণিম্।
মণিশৃঙ্গনিভং হরিরূপবিভুং
বিভুকৃষ্ণকৃপামৃতধর্ত্তৃবরম্।।

বরনামসুধারসপানপরং
পরমেশ্বরসেবকগীতগুণম্।
গুণরাজিসমুজ্জ্বলবন্দ্যপদং
পদপঙ্কজভৃঙ্গগণঞ্চ ভজে।।

কনকসুরুচিরাঙ্গং সুন্দরং সৌম্যমূর্ত্তিং
বিবুধকুলবরেণ্যং শ্রীগুরুং সিদ্ধিপূর্ত্তিম্।
তরুণতপনবাসং ভক্তিদক্ষিদ্বিলাসং
ভজ ভজ তু মনোরে! শ্রীধরং শন্বিধানম্।।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।

ওঁ অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী-বিষ্ণুপাদানা-
মেকষষ্টিতম শুভাবির্ভাব বাসরে

—ঃ শ্রীগুরু-প্রশস্তিঃ—

ভাগ্যাধীশ! ত্বদীয়ো বিমলসুখময়ঃ সম্প্রকাশস্তুনিত্যো
গৌড়ং রাঢ়ং তথেদং ত্রিভুবনমখিলং ধন্যধন্যঞ্চকার।
খণ্ডে কালে দৃশাং নো গগণরসমিতং পূরয়িত্বা বুধানা—
মানন্দং বর্দ্ধয়ন্ বৈ স্বপরিজনগণৈর্ধামণি ত্বং বিভাসি।। ১।।

দেবাদ্যাস্তেহখিলগুণগণান্নৈব গাতুং সমর্থাঃ
ক্বাহং জীবোহতিশয়পতিতো মন্দভাগ্যোহতিক্ষুদ্রঃ।
ভো আরাধ্য! স্তবনবিষয়ে কিন্তু দীনাধমস্য
প্রত্যাশা তৎ-সুকরুণতয়া বীরচন্দ্রাভিদস্তত্বম্।। ২।।

দৃষ্টা বিশ্বস্য জীবান্ খলু হরিবিমুখান্ গৌরদেবো দয়ায়া
রূপং গৌড়ে ভবন্তং পরমকরুণয়া প্রাহিনোদ্দীনবন্ধো!
এতজ্জ্ঞাত্বা প্রকাশাৎ সুদিনসমুদয়ং স্মারমাশাঃ সহর্ষা
জায়ন্তে চৈব মায়া-নিগড়-নিকর-সংমোচনেহস্মাকমদ্ধা।। ৩।।

যদ্বদ্ভানুঃ কিরণনিকরৈর্ভাসয়ন্ বিশ্বমেত-
ন্নাশং কৃত্বা নিখিলতমসাং তেজসা সংবিভাতি।
কৃত্বা নাশং প্রকৃতিতমসাং সত্যসূর্য্যং প্রকাশ্য
দিব্যজ্ঞানৈর্হরিগুণগণৈস্বঞ্চ তদ্বদ্বিভাসি।। ৪।।

দুঃখৈঃ পূর্ণং বিবুধহৃদয়ং কালধর্ম্মাচ্চ দৃষ্টা
মায়াবাদান কলিজকুমতান্ দুষ্টকৃতান শাসিতুঞ্চ।
দেশে দেশে ভ্রমসি বিতরন্ গৌরবাণীঞ্চনাম
ধৃত্বা দেব! ত্রিভুবনজয়ং বজ্রকল্পং ত্রিদণ্ডম্।। ৫।।

বর্ষায়াং বৈ সজল-জলদো বাদয়ন্ মন্দ্রভেরিং
যদ্বদ্বিশ্বে ভ্রমতি বহুধা বারিধারাশ্চ বর্ষন্।
তদ্বদ্ভুমৌ ভ্রমসি সগণৈ র্ঘোষয়ন্ গৌরগাথা
নিত্যং দিব্যামৃতসুকরুণাং ত্বং হি দেব! প্রবর্ষন।। ৬।।

শ্রীচৈতন্যবিলাসধামনি নবদ্বীপাশ্রমে সুন্দরে
শ্রীগৌরাঙ্গবিধোস্তথা ব্রজয়ুনোঃ সেবাসুধাসম্পদম্।
তন্বন্ গাঙ্গতটে দয়াময়বিভো! সাধুন সমাহ্লাদয়ন্
শ্রীরূপানুগ-সম্প্রদায়বিভবানুদ্ভাসয়ন্ ভাসসে।। ৭।।

চার্ব্বাকান্ত-কুতান্তহেকোখিলগুরুঃ পাষণ্ডশৈলাশনি
বৌদ্ধ-ধ্বান্ত-মতান্ত-দায়ক-মহামার্ত্তণ্ডচূড়ামণিঃ।
মায়াবাদ-মহাবিবর্ত্ত-গহণাজ্জীবান্ সমুদ্ধারয়ন্
শ্রীগৌরেন্দু-জয়ধ্বজো বিজয়তে স্বামিন্ ভবান্নিত্যশঃ।। ৮।।

শ্রীগৌরাঙ্গ-সরস্বতীধুনিধর! শ্রীভক্তিসংরক্ষক!
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতীপ্রিয়বর! ন্যাসীশ্বর! শ্রীগুরো!
দেবাদ্যেহ! ভবৎ-শুভোদয়দিনে সংপ্রার্থয়েহহং বিভো!
পাদাব্জে খলু নিত্যভৃত্য ইতি মে কারুণ্যমাতন্বতাম্।। ৯।।

———

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগুরু-আরতি-স্তুতি

জয় 'গুরু-মহারাজ' যতিরাজেশ্বর।
শ্রীভক্তিরক্ষক দেব-গোস্বামী শ্রীধর।। ১।।

পতিতপাবন-লীলা বিস্তারি ভুবনে।
নিস্তারিলা দীনহীন আপামর জনে।। ২।।

তোমার করুণাঘন মুরতি হেরিয়া।
প্রেমে ভাগ্যবান জীব পড়ে মুরছিয়া।। ৩।।

সুদীর্ঘ সুপীব্য দেহ দিব্য-ভাবাশ্রয়।
দিব্যজ্ঞান-দীপ্তনেত্র দিব্যজ্যোতির্ম্ময়।। ৪।।

সুবর্ণ-সুরজ-কান্তি অরুণ-বসন।
তিলক তুলসীমালা, চন্দন-ভূষণ।। ৫।।

অপূর্ব্ব শ্রীঅঙ্গশোভা করে ঝলমল।
ঔদার্য্য-উন্নতভাব মাধুর্য্য-উজ্জ্বল।। ৬।।

অচিন্ত্যপ্রতিভা, স্নিগ্ধ, গম্ভীর, উদার।
জড়জ্ঞান গিরিবজ্র দিব্য-দীক্ষাধার।। ৭।।

গৌর-সংকীর্ত্তন-রাস-রসের আশ্রয়।
"দয়াল নিতাই" নামে নিত্য প্রেমময়।। ৮।।

সঙ্গোপাঙ্গে গৌরধামে নিত্য-পরকাশ।
গুপ্ত-গোবর্দ্ধনে দিব্য-লীলার বিলাস।। ৯।।

গৌড়ীয়-আচার্য্য-গোষ্ঠী-গৌরব-ভাজন।
গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তমণি কণ্ঠ-বিভূষণ।। ১০।।

গৌর-সরস্বতী-স্ফূর্ত্ত সিদ্ধান্তের খনি।
আবিষ্কৃত গায়ত্রীর অর্থ-চিন্তামণি।। ১১।।

একতত্ত্ব বর্ণনেতে নিত্য-নবভাব।
সুসঙ্গতি, সামঞ্জস্য, এসব প্রভাব।। ১২।।

তোমার সতীর্থবর্গ সবে একমতে।
রূপ-সরস্বতী ধারা দেখেন তোমাতে।। ১৩।।

তুলসীমালিকা হস্তে শ্রীনাম-গ্রহণ।
দেখি সকলের হয় 'প্রভু' উদ্দীপন।। ১৪।।

কোটীচন্দ্র-সুশীতল ও পদ ভরসা।
গান্ধর্ব্বা- গোবিন্দলীলামৃত-লাভ-আশা।। ১৫।।

অবিচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত-প্রকাশ।
সানন্দে আরতি স্তুতি করে দীন দাস।। ১৬।।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্যাষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের

শুভাবির্ভাব তিথিতে দীনের আর্ত্তি

আজি তব শুভ প্রকট-বাসরে
তব নিজজন নানা উপচারে
দূর দূর হতে ভেটিতে তোমারে
ব্যাকুলি ছুটিয়া আসে।

হেরি ও অভয় চরণ কমল
পুলকিত তনু আঁখি ছল ছল
ভাব-গদ্গদ প্রেম-বিহ্বল
আপনা ধন্য বাসে।।

ক্ষমা-সুন্দর হে প্রভু উদার
নাহি মোর কোন পূজা-উপচার
যে কিছু বা আছে—পঙ্কিল ছার
তোমার যোগ্য নয়।

সদা জ্বলিতেছি জীবনের ভুলে
আশ্রয় মাগি তব পদমূলে
না পাশরি যেন তোমা কোনকালে
দাও মোরে বরাভয়।।

আপনা হারায়ে মায়া-ছলনায়
লভিয়াছি সুখ-দুঃখ হেলায়
পুণ্য-পাপের নাগর-দোলায়
জনম-মরণ-মালা।।

'মহা অনর্থে' ভাবিয়া আপন
দূরে ঠেলিয়াছি পরমার্থ-ধন
স্বরগ-মর্ত্ত করি আলোড়ন
পেয়েছি দহন জ্বালা।।

চারিদিকে জ্বলে নরককুন্ড
লেলিহানশিখা আলোড়ি শুন্ড
করিয়া ব্যাদান বিশাল তুন্ড
গ্রাসিবারে চায় মোরে।

ভুবন-ব্যাপ্ত-দহন-জ্বালায়
মহাত্রাসে প্রাণ ইতি-উতি ধায়
ক্লান্ত হইয়া আবার ঘুমায়
মহামায়া-মোহঘোরে।।

আমি মহাপাপী অধম পামর
ষড়রিপুবশে মত্ত বিভোর
কাম-ক্রোধ অরি ঠেলিতেছে ঘোর
মরণ-সিন্ধু-তীরে।।

মন মায়ামৃগ অবশ আমার
বুঝালে বুঝে না মঙ্গল তার
ছুটে চলে বহি সংস্কার ভার
শমন-ভবন-দ্বারে।।

ধর ধর প্রভু আপন স্বভাবে
তব কটাক্ষে মায়া পরাভবে
হে দীন-শরণ তব বৈভবে
দেখুক জগত জন।

এ মায়া বাধন করিয়া ছেদন
তব পাদ পাই নাহি শক্তি হেন
তুমি কৃপা করি কাটিয়া আপন
শ্রীচরণে দেহ স্থান।।

তব সুশীতল চরণ ছায়ায়
কত দীন হীন আশ্রয় পায়
এ অধম ভুলি মোহিনী মায়ায়
ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস।

হরিনামামৃত সুরধনী আনি
কত দীন হীনে তারিলে আপনি
বঞ্চিত শুধু দিবস-যামিনী
এই নগণ্য-দাস।।

মিছে বলা মোর 'আত্ম-সমর্পণ'
আমার বলিতে নাহি কোন ধন
আপন করিয়া পতিত পাবন
গ্রহণ করহ মোরে।

তোমার চরণে এ মোর মিনতি
হও প্রভু মোর জীবনে গতি
বাঁধিয়া পালহ সেবা দিয়া নিতি
সকরুণ কৃপা-ডোরে।।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-প্রশস্তি

নিম্নগার রূপে শোভে যাঁরা কৃপা-সুধা-স্রোতস্বতী
করিয়াও বিশ্ব-আপ্লাবন।
ভজি সেই শ্রীচৈতন্য দীনবন্ধু দয়া-মহোদধি
যতিরাজ-যুগলচরণ।।

আরাধ্য শ্রীভগবান্ ব্রজেশ-তনয় শ্যাম ধাম তাঁর শ্রীবৃন্দাবন।
যে রসেতে ব্রজবধূ উপাসিল কৃষ্ণবিধু চিদানন্দ রসের নিদান।।
প্রমাণের শিরোমণি ভাগবত রত্নখনি অকৈতব প্রেম উপচার।
নারদের উপদেশে বেদব্যাস সমাধিতে অনুভবি করিল প্রচার।।
জন্মযোগী তাঁর সুত নির্গুণে পরিনিষ্ঠিত ব্রহ্মানন্দে সতত মগন।
তিঁহো যাঁর কর্ণামৃত আস্বাদিয়া উনমত্ত প্রাণ ভরি করিলেক পান।।

সচ্চিদানন্দময় অখিলরসাশ্রয় হ্লাদিনীতে সতত বিহার।
শ্যাম-নবজলধর শিখিচূড় বেণুকর সর্ব্বাশ্রয়ী কিশোরশেখর।।
জগজ্জীবে কৃপা করি নিত্যলীল অবতারী তমোরাশি করিয়া বিনাশ।
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষভাগে ধামসহ হইলা প্রকাশ।।
দেখাইলা লীলাকণ যাহে ব্রহ্মা-বিমোহন নারদের ঘটয়ে বিস্ময়।
সেই লীলামৃত সার হতভাগ্য জীব ছার না বুঝিল কলুষ-হৃদয়।।

জীব-গতি সে চরণ না ভজিল অনুক্ষণ না করিয়া সে লীলা স্মরণ।
জড়সুখে মত্ত রহে পাপ পুণ্য বোঝা বহে সুখ দুঃখ ভুঞ্জে অনুক্ষণ।।
ত্রিতাপে তাপিত দেহ তবু ভাল মানে সেহ নাহি ভজে কৃষ্ণ ভগবান।
হেরি জীব দুঃখ অতি গোলোকে গোলোকপতি চিন্তিলা সে জীব-পরিত্রাণ।।
ভুলি চিদানন্দ সুখে বদ্ধজীব মরে দুঃখে বিতরিব প্রেম-ভক্তি-সার।
পুর্ব্বে যাহা নাহি দিল ব্রহ্মা অগোচর ছিল খুদিব সে প্রেম-ভাণ্ডার।।
উন্নত উজ্জ্বল রস যাহে মোর চিত্ত বশ যাহা মোর ভক্ত-ধন-প্রাণ।
ভক্তভাব অঙ্গীকরি অবনীতে অবতরি ভক্তসনে বিলাইমু তান।।
এত চিন্তি রসরাজ উদিল অবনী মাঝ সপার্ষদ স্বীয় ধামসহ।
জিনিয়া সুবর্ণদ্যুতি অতি মনোহর মূর্ত্তি অধিরূঢ় মহাভাবময়।।

উঘারিল ভাণ্ডার নাম-প্রেমামৃতসার আপামরে করাইল পান।
নিজে যত না পারিল ভক্তদ্বারে বিতরিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান।।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীপ্রতাপরুদ্র ধন্য উচ্চ-নীচ জন্মিলা যাঁতেক।
জগাই মাধাই করি পাষণ্ডী-নিন্দুকে, হরি উদ্ধারিয়া করিলা প্রেমিক।।
দক্ষিণ পশ্চিম দেশে আপনি চলিলা শেষে শিখাইতে আপন ভজন
স্বভজন-বিভজন হইয়াছে প্রয়োজন সপার্ষদে করে বিতরণ।।

অবতারী ভগবান নিজ প্রেম-ভক্তিধন নাহি দেয় বন্ধন কারণ।
চতুর্ব্বিধ মুক্তি দিয়া ভক্তিযোগ লুকাইয়া সাধকেরে করে প্রবঞ্চন।।
এবে শ্রীচৈতন্যরূপে বিতরিল বহুরূপে জগজ্জীবে যাচিয়া যাচিয়া।
যার কণার সৌরভে ব্রহ্মানন্দ পরাভবে নাচে জীব সে রস পাইয়া।।
ঘুচিল যতেক ভয় শোক-দুঃখ সমুচ্চয় লভিল দাসত্ব কৃষ্ণদাস।
নিখিল ভুবনে যত জীব ঘুরে অবিরত টুটিল সবার মায়া ফাঁস।।
এহেন দয়ালু প্রভু তাঁহার চরণ কভু না ভজিল যেই মূঢ়জন।
জন্মৈশ্বর্য্য-বেদ-বিদ্যা সকলি ভেল অবিদ্যা ছার তার জনম সাধন।।

ঊনবিংশ বর্ষপূর্ব্বে পুনঃ প্রকটিয়া ভবে বাণী-মূর্ত্তিরূপে ভগবান।
আম্লেচ্ছেরে উদ্ধারিল ভক্তগণে সুখ দিল করিল পাষণ্ডী পরিত্রাণ।।
বিস্তারি বৈভব-লীলা দেশে দেশে পাঠাইলা জগজ্জীব-চৈতন্য-কারণ।
বলে উঠ জীবগণ ভজ কৃষ্ণ-প্রাণধন চিন্তামণি চৈতন্যচরণ।।
আজিও জগত মাঝে নাম-প্রেম-দান কাজে দিব্য দিব্য পার্ষদ তাঁহার।
আজিও পাপিষ্ঠ ছার হরি-বিমুখ দুরাচার লক্ষ লক্ষ হ'তেছে উদ্ধার।।
মুই সে অধম অতি প্রভু-শ্রেষ্ঠ সরস্বতী কৃপা কর অধম জনেরে।
তব জন কৃপা বলে চৈতন্য-চরণ মিলে অন্যথা সে কেহ দিতে নারে।।
নিত্য শুদ্ধ সত্যকাম দীন-দয়াময় নাম কৃষ্ণ-প্রেম সুধার ভাণ্ডারী।
আমি সে দুষ্কৃত অতি ভক্তিহীন মন্দমতি কৃপা করি দেহ মাধুকরী।।

সে প্রভুর শ্রীচরণ হৃদে দরি অনুক্ষণ যেবা পূর্ণ কৈল তাঁর কাম।
রূপানুগ বলি যাঁরে মহাজন গান করে ভুবন-পাবন যাঁর নাম।।
সচ্চিদ্ আনন্দময় অপ্রাকৃত রসাশ্রয় ভৌমলীলা জগত উদ্ধারী।
নিত্যানন্দাভিন্ন দেহ প্রেমানন্দসিন্ধু তেঁহ ভকতিসিদ্ধান্ত-ধারাধারী।।
এ পাপীষ্ঠ মন্দমতি নীচ ঘৃণ্য সুদুষ্কৃতি কি কহিবে মহিমা তাঁহার।
এহেন বিমুখজনে উরুকৃপা বিতরণে যে চরণ কৈলা অঙ্গীকার।।
যে চরণ কৃপা বলে ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ মিলে গৌরাঙ্গসুন্দর গৌরধামে।
সে চরণে নিত্যাসক্তি মাগে এ অধম ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ নরাধামে।।

আহ্বান

জাগাতে নিখিল তমসাবৃত সুপ্ত জগতজন ।
সমুদিত আজি গৌড় গগনে গৌড়ীয়-দর্শন ।।
ছুটে আয় ওরে শান্তির ডাকে আবাল-বৃদ্ধ-নারী ।
অভিমান শুধু মায়া-বন্ধন ওষুধ এনেছি তা'রি ।।
স্বরূপ তোমার নিত্যচেতন পরমানন্দময় ।
হাড়-মাংসের থলি কি কখনো তাহার আধার হয় ?
দেহ পরিবার সোনার সংসার রবে নাকো চিরদিন।
সব ছেড়ে তোরে যেতে হবে ওরে তবে কেন মতিহীন –
শুধু ঘুমঘোরে, স্বপনের ভরে আমার আমার করি –
বৃথা জড় রসে কাটাইছ কাল মায়া পিশাচীরে বরি' ।
কান্তা কে তোর? প্রেয়সীর রূপে বাঘিনী শিয়রে জাগে।
পুত্র কে তোর? রক্ত শুষিছে 'বাবা' বলি অনুরাগে ।।
বান্ধব নহে দস্যু দানব সব উদ্যম লুটে' –
নিঃস্ব কোরেছে হায় বঞ্চিত! তবু কি রে চোখ ফোটে!
কত ঘুমাইবি পিশাচীর কোলে মোহ তমসার ঘোরে ।
চিরজনমের বন্ধু রে তোর ভিখারীর বেশে দ্বারে –
ঐ ডাকে শোন্ আকুল পরাণে – আয় দেশে ফিরে আয় ।
ঘুমাবার আর নাহি রে সময় ক্রমশঃই বেলা যায় ।।
এ ভব সাগর হ'তে হবে পার অকুল পাথারময় ।
যেমনি তরণী হোক্ তবু, আমি কান্ডারী – নাহি ভয় ।।
শোক ভয় তাপ বিদূরিত করি প্রজ্ঞানালোক দিয়া
কর্ম্ম-জ্ঞানের মোহ বিনাশিয়া রাখিব স্বরূপে নিয়া –
পূর্ণানন্দ চিন্ময়ধামে, লভিবে আপন ধন
গন্ধে যাহার সজ্জনগণ মুগ্ধ-পাগল হন ।
কৃষ্ণ চরণ কমলের মধু নিরবধি পান করি ।
আনন্দে নাচিবে স্বজনের সনে মুখে বলি হরি হরি ।।

শ্রীনবদ্বীপ-ধাম-পরিক্রমায় আহ্বান

ভ্রমিতে হবে না আর — এছার ভুবন।
অনিত্য এ দেহ-রথে চড়িয়া মৃত্যুর পথে হিংস্র-শার্দ্দূল-পূর্ণ
সংসার-কানন।
ভ্রমিতে হবে না আর এছার ভুবন ॥
অঞ্চলে অঞ্চল বাঁধি যৌবনের সাধ সাধি' 'গৃহব্রত' নামে শুধু
হলে পরিচিত।
জন্মজন্মান্তর ধরি' গৃহ পরিক্রমা করি' বুঝিলে কি মায়াভূমি
— কন্টক-আবৃত?
আরও করিতেছ মন ভ্রমণের আয়োজন —
দেশ হতে বিদেশেতে গ্রাম-গ্রামান্তরে,
এখনো মেটেনি আশা আরও বাঁধিতেছ বাসা —
দু'দিনের পান্থশালা — পৃথিবীর পরে?
মহামায়া-মোহঘরে আর কতকাল ওরে। অনিত্য ও গৃহটিরে
— করবি ভ্রমণ,
দারা-পুত্র-পরিবার অসার-অনিত্য ছার্ বিলে-খালে-আঁস্তাকুড়ে
মিলে কি রতন?
পায়ে ধরি কহি সার ভ্রমিতে হবে না আর নাহি হেথা ভরসার
— একবিন্দু জল,
নাহি আশা সান্ত্বনার, আছে শুধু হাহাকার সমস্ত সংসার ভরা
— জ্বলন্ত-অনল।
ভ্রমিতে হবে না আর সংসার-কাননে।
ঐ শোন গৌরজন ডাকে সর্ব্বজনে ॥
আয় আয় ত্বরা করি বাল-বৃদ্ধ নর-নারী দিব্য-চিন্তামণিধাম
— গৌর জন্মভূমি,
প্রণয়ি-ভকতে সনে জীবনের শুভক্ষণে গৌরাঙ্গের জন্মদিনে
আয় পরিক্রমি ॥
ধাম-পরিক্রমা ক'রে সাঙ্গ হবে চিরতরে অনন্ত জনম ধ'রে
ব্রহ্মান্ড-ভ্রমণ,
দূরে যাবে ভব-রোগ খন্ডিবে সকল ভোগ ভূলোকে-গোলোক-লাভ
— ডাকে গৌরজন।
ভ্রমিতে হবে না আর এছার ভুবন ॥

- স্বরূপোদ্বোধন -

আমি গুরুদাস — নহি অন্য ॥
আমি করিব ভ্রমন চৌদ্দ-ভুবন
স্বরূপে সবায় করি' উদ্বোধন
হাতে ল'য়ে যাব প্রেমের নিশান
ধরাব স্বরূপ চিহ্ন ॥১
আমি ছাড়াব সকলে সর্ব্ব-ধর্ম্ম
করিব চূর্ণ জ্ঞান ও কর্ম্ম
রচিব বিশাল ভকতি-হর্ম্ম্য
গুরুদাস নহি অন্য ॥২
আমি ভাঙ্গিব ছন্দ লাগাব ধন্দ
বাচালের মুখ করিব বন্দ
মৃত্যুরে ধরি দানিব শন্দ
নাহি কপটতা দৈন্য ॥৩
সেই মহাভারতের মহান্ পর্ব্ব
যাহার প্রকাশে হয়েছে খর্ব্ব
দেখাব তাঁহার অসীম গর্ব্ব
কৈতবে করি খিন্ন ॥৪

আমি বাজাব জগতে বিজয়-ডঙ্কা
ঘুচাব সকল দ্বন্দ্ব-শঙ্কা
বহাব বিশ্বে ভকতি-গঙ্গা
তুমি' হরি লভি পুণ্য ॥৫
আমি আর্য্যানার্য্য স্নেহ সবায়
লাগাইব ব'লে কৃষ্ণসেবায়
চড়াইব সবে গোলোকের না'য়
পৃথ্বী করিব শূণ্য ॥৬
আমি চালাব সকলে গুরুপদ বলে
বাদাম তুলিব হরিবোল বলে
মহামায়াবিনী ছলনা ছলিলে
করিব ছিন্নভিন্ন ॥৭
আমি চিন্ময়ধামে চালাইব তরী
চতুর্ভুজ হবে যত নর-নারী
স্থাবর জঙ্গম সবে লভি হরি
হবে দেব দেব মান্য ॥৮

সবে এক পরিচয়ে দিবে পরিচয়
লভিবে স্বরূপ অমৃতময়
পূজিবে শ্রীহরি দিবে জয় জয়
নেহারি' হইব ধন্য ॥৯
আমি গুরুদাস নহি অন্য ॥

উপদেশ-পঞ্চকম

যদি রে মানস সজ্জনসঙ্গে
মজ্জনমিচ্ছসি নাম-তরঙ্গে।
পরিহর দুস্কৃত দুর্জ্জয়দুর্গং
ত্বনিশং ভজ তং বুধ-সংসর্গম্ ।।১।।

তপ্ত-হৃদয়-মরু-বারিদ-চরণং
চেচ্ছসি যদি কুরু সৎপদ-বরণম্ ।
ত্যক্ত্বা দুর্জ্জন-সঙ্গ-বিলাসং
নিরবধি রাধয় তং হরি-দাসম্ ।।২।।

দুর্লভ-তনুমিহ লব্ধা তূর্ণং
যো ভজতি হরিমখিলরস-পূর্ণম্।
সর্ব্বগুণৈরপি মুক্তিস্তস্য
করতল-লগ্না বালিশ পশ্য ।।৩।।

ধন-জন-জীবন-দেহমনিত্যং
জ্ঞাত্বা মূঢ় ত্যক্ত্বাসক্তিম্।
শিব-শুক-নারদ-বন্দিত-চরণং
ত্বরিতং ত্বং ব্রজ মানস শরণম্ ।।৪।।

বিষয়-ভুজঙ্গম-পাশং ছিত্ত্বা
নাম-রসায়ন-মগদং পিত্ত্বা ।
কুরু হরিসংকীর্ত্তনমনুবন্ধম্
রূপানুগজন-পূজন-ছন্দম্ ।।৫।।

শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাবে

উঠিল মঙ্গলরোল জগন্নাথ মিশ্রের অঙ্গনে ।
সুপ্ত ধরণীর হল ধ্যানভঙ্গ মহাসঙ্কীর্ত্তনে ।।
সেদিন মধুর দিব্যধ্বনি, উদ্বেলিয়া ত্রিভুবন
প্রদানিল দিব্য কণ্ঠে। সুরাসুর চেতনাচেতন
অনন্তের মঞ্চতলে প্রেমানন্দে উঠিল গাহিয়া
"জয় গৌরাঙ্গের জয়"। শচীগর্ভ সিন্ধু বিমথিয়া
সেইক্ষণে আবির্ভূত তুমি অকলঙ্ক পূর্ণশশী
গৌরচন্দ্র। মহানন্দে তোমার পার্ষদবৃন্দ ভাসি'
তুলিল বিকুণ্ঠতান। ধরণীর যত অসুন্দর
হল তব দ্যুতিমালা সন্দীপিত, পুরট সুন্দর-
হরি — নিত্যানন্দময়!
সেইশুভ্র ফাল্গুনী সন্ধ্যায় —
যে মহাকীর্ত্তন-রোল মহাপ্রেমে মাতিয়া বেড়ায়
অনন্ত-ব্রহ্মান্ড-ভেদি দ্যুলোকে গোলোকে বৃন্দাবনে
আজি সে বিমলস্পর্শ দিয়ে যায় দক্ষিণা-পবনে
ক্ষণে ক্ষণে দিব্যভাব অনিন্দ্য-সুন্দর অভিনব।
আজিও ভকত লভি ভক্তিযোগে তা'রি অনুভব
প্রেমানন্দে গড়ি যায়; অবাধ-আনন্দ-অশ্রুধারা।
উৎফুল্লা ধরণী তাই জয়োল্লাসে আজি আত্মহারা।।
বর্ষে বর্ষে যুগে যুগে তা'রি নিত্য অচিন্ত্য-প্রকাশে
কতশত চন্দ্র সূর্য্য তারাদল উছলিয়া হাসে
নাচে গায়। সে যে চির-নিত্যধন; নিত্যবসুধায়
তোমারি জন্মের মত, তোমারি সে নিত্যলীলাময়!
অপ্রাকৃত কর্ম্মসম। সেবাময় প্রেম-দৃষ্টি ভরে
ভক্তগণ নিরখিছে তাই আজি শচীর মন্দিরে

তব নিত্য-আবির্ভাব। ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি।
মায়াজালাবৃতচক্ষু সুদর্শন-হীনজন আমি
পতিত, অধম, পুন্যহীন; নিজকৃত কর্ম্মদোষে
ভবার্ণবে পড়ি, বহু দুঃখ পাই অশেষে বিশেষে।
আমারে তুলিয়া লহ কেশে ধরি করিয়া উদ্ধার —
শ্রীচরণে। এদীন তারণ নাম ঘুষুক সংসার।।
আজি শুভ আবির্ভাবে পুনঃ পুনঃ নমি দয়াময়।
ব্রহ্মাদি-দুরধিগম্য তব নিত্য-অচিন্ত্য-লীলায়।।

- চাওয়া -

আমি চাই না হ'তেএই জগতের স্বরাজ-দন্ডধর।
আমি চাই না হ'তে মুক্তি-পথের নবীন ন্যাসীবর।।
আমি নাই বা গেলাম পুরী,
গয়া, কাশী, বদরীনারা'ণ
নাই বা এলাম ঘুরি'
যদি কোন জন্মে পাইরে হোতে বৈষ্ণব-কিঙ্কর।
আমার সকল আশাই মিট্‌বে রে ভাই পাই যদি ঐ বর।।
আমি চাই না পেতে মুক্তি হাতে — ভুক্তিরে কে মাগে
যদি গৌরহরির চরণ-সেবক-চরণ পাইরে লাগে
যদি ব্রহ্মা এসে ছলে
ইন্দ্র তাহার রাজধানী দেয়
তাও ফিরাই হেলে
আর কি দেবে লক্ষ্মী-নারা'ণ? — তাও হৃদে নাই জাগে
আমি চাই রে শুধু শচীসুতের সেবক-চরণ-রাগে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

।। দশবিধ নামাপরাধ ।।

পদ্যানুবাদ

হরিনাম মহামন্ত্র সর্ব্বমন্ত্রসার।
যাঁদের করুণাবলে জগতে প্রচার।।
সেই নামপরায়ণ সাধু, মহাজন।
তাঁহাদের নিন্দা না করিহ কদাচন।। ১।।

ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ সর্বেশ্বরেশ্বর।
মহেশ্বর আদি তাঁর সেবন-তৎপর।।
নাম চিন্তামণি কৃষ্ণ-চৈতন্য-স্বরূপ।
ভেদজ্ঞান না করিবে লীলা-গুণ-রূপ।। ২।।

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রে প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করে ভাগ্যবানে।।"
সে গুরুতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি অবজ্ঞাদি ত্যজি।
ইষ্টলাভ কর, নিরন্তর নাম ভজি।। ৩।।

শ্রুতি, শ্রুতিমাতা-সহ সাত্বত-পুরাণ।
শ্রীনাম-চরণ-পদ্ম করে নীরাজন।।
সেই শ্রুতিশাস্ত্র যেবা করয়ে নিন্দন।
সে অপরাধীর সঙ্গ করিবে বর্জ্জন।। ৪।।

নামের মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রেতে বাখানে।
অতিস্তুতি, হেন কভু না ভাবিহ মনে।।
অগস্ত্য, অনন্ত, ব্রহ্মা, শিবাদি সতত।
যে নাম-মহিমা-গাথা সংকীর্ত্তন-রত।।
সে নাম-মহিমা-সিন্ধু কে পাইবে পার?
অতিস্তুতি বলে যেই—সেই দুরাচার।। ৫।।

কৃষ্ণ-নামাবলী নিত্য গোলকের ধন।
কল্পিত, প্রাকৃত, ভাবে—অপরাধীজন।। ৬।।

নামে সর্ব্বপাপ-ক্ষয় সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
সারাদিন পাপ করি সেই ভরসায়—
এমত দুর্ব্বুদ্ধি যার সেই অপরাধী।
মায়া-প্রবঞ্চিত, দুঃখ ভুঞ্জে নিরবধি।। ৭।।

অতুল্য শ্রীকৃষ্ণনাম পূর্ণরসনিধি।
তাঁর সম না ভাবিহ শুভকর্ম্ম আদি।। ৮।।

নামে শ্রদ্ধাহীন-জন-বিধাতা-বঞ্চিত।
তারে নাম দানে অপরাধ সুনিশ্চিত।।৯।।

শুনিয়াও কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য অপার।
যে প্রীতি-রহিত, সেই নরাধম ছার।।
অহংতা মমতা যার অন্তরে বাহিরে।
শুদ্ধ কৃষ্ণনাম তার কভু নাহি স্ফুরে।। ১০।।

এই দশ-অপরাধ করিয়া বর্জ্জন।
যে সুজন করে হরিনাম সংকীর্ত্তন।।
অপূর্ব্ব শ্রীকৃষ্ণপ্রেম লভ্য তার হয়।
নাম প্রভু তাঁর হৃদে নিত্য বিলসয়।।

ভবিষ্য

কেমনে কাটাবি ভাবী কাল
অঙ্কিত জীবন পথ শঙ্কিত কোরেছে হায়
ছিন্নমতি তমসাপ্রবল।
সুদুর সে মৃদুস্বরে ডাকিতেছে বারে বারে
মাগিতেছে লেখাযোখা খাতা।
কেমনে কি ভাবি মনে আসিলি এখানে রণে
কোথা বা বিকালি নিজ মাথা।
ক্ষুব্ধ তটিনী মত চলেছে সৃজিয়া মত
মতি তোর লভেছে বিকারে
কি কুক্ষনে এ ভূবনে জনমি উদাস প্রাণে
মন তরী ছেড়েছ অপারে।
ক্ষণেকেতে দম্ভ করি ব্রহ্মাণ্ডের অধিশ্বরী
মহামায়ে কর তুচ্ছ জ্ঞান
ক্ষণে কাম ক্রোধ মোহে ভজি অতি দীন হোয়ে
কর তার দাস অভিমান।
দ্বীপে দ্বীপে দীপ জ্বালি সিরজি সুষমা মালি
গড়িলি সমিতি বড় সাধে।
সমিতি সমিতি চাহে সমিতি ত্যজিয়া যাহে
পরশি সুলভে বিনা বাধে।।
নিবেদি দুঃখের ওর নি-বেদি কোরেছে তোর
হৃদি ভূমি কঠোর কুজ্ঞান।
কোথা এবে প্রাণ মালি দানিবি কুসুমাঞ্জলী
দেবতারে কোথা দিবি স্থান।
কালদূতে কালশেষে কবলিয়া ধরি কেশে
লয়ে যাবে শমন সকাশে
না রবে মননক্ষণ অতএব শুনপ্রাণ
নাধাইও অনিশ্চিত আশে।
ছাড়ি ছন্নছাড়া পথে সাধু প্রদর্শিতিবর্ত্মে
চলিবারে কর যতন
ঘুচিবে সকল দ্বন্দ্ব লভিবে পরমানন্দ
সান্দ্রানন্দ লাভ সে কারণ।।

মিলন রজনী যব মোয়ে নিঠুর
ভই গেল দূরহি ভাগ।
হৃদয় রতন ধন ভানু উদয় জানি
তেজল অভাগিনী লাগ।।
রে সখি! কহব কি হাম!
সোই বঁধুয়া মুখ চাঁদ মলিন হেরি
আওনু ননদিনী ধাম।।
স্নান সময় এবে আওল পুন হৃদে
বাড়ল বিরহ দ্বিগুণ।
সমাজ বিধানে বাধ সাধল হে
বিহি ভেল অতি অকরুণ।।
কতহুঁ যতনে কেলি কানু করল রে
ইহ পরি পরম আনন্দে।
অব সোই বসন ভূষণ মঝু অঙ্গত
ত্যজি হিয়া থির না বাঁধে।।
শ্যামর অঙ্গ গন্ধললিত রস
অবহি যাহাঁ পরি যাপে।
কহ সো হাম সখি! কৈছে মুছব রে
সগুরি বিদরে হিয়া তাপে।।
ধরম করম বিহি যাউ রসাতল
নাহি যাঁহা বঁধুর গন্ধ।
কানুক নাম গান স্নান ভজন হউ
ভণয়ে সুদীন গোবিন্দ।।

—শ্রীল ভক্তিবিনোদ-আবির্ভাব-তিথিতে—

"মুকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্।।
নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ-নামিনে। গৌরশক্তি-স্বরূপায় রূপানুগবরায়তে।।
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।।"

আজ শ্রীমঠে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের অনুপস্থিতিতে তাঁর ইচ্ছায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মহিমা শংসন জন্য আপনাদের সম্মুখে আমি দণ্ডায়মান্, আমার মত একজন পতিত অধম জড়ধীর কোন অধিকারই নাই—সেই অপ্রকৃত তত্ত্ব ঠাকুর মহাশয়ের কথা কীর্ত্তন করিবার। কেন না—"অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর। বেদপুরাণেরতে ইহা কহে নিরন্তর।।" শ্রীভগবান্ বা তাঁহার ভক্তগণ— পার্ষদগণ,—অধোক্ষজতত্ত্ব; তাঁহাদের নামরূপ-গুণ-লীলা-পরিকর-বৈশিষ্ঠ সমস্তই অধোক্ষজ। অক্ষজ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সাহায্যে সেই তত্ত্ব জানা কোন প্রকারেই স স্তব নহে। বেদাদি সর্ব্ব-শাস্ত্রেই স্পষ্টরূপে একথা কীর্ত্তিত আছে। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন—" ইত্যাদি। অতএব আমার মত মূঢ় কিভাবে সেই তত্ত্বের পরিচয় দিতে পারে? তবুও আমি আজ আপনাদের ন্যায় মহান্ বিজ্ঞ বৈষ্ণবগণের সম্মুখে যে দণ্ডায়মান্ হয়েছি,—তাহা একমাত্র গুরু-পাদ-পদ্মের কৃপাদেশ বলেই। "বৈষ্ণবের গুণগান করিলে জীবের ত্রাণ, শুনিয়াছি সাধু-গুরুমুখে।"—কিন্তু আমি অযোগ্য। তবে শ্রীগুরু-পাদপদ্মের কৃপাশক্তি সঞ্চারিত হইলে বিষ্ঠাভোজী কাক ও ভগবদ্বাহন গরুড়ের পদবী লাভ করিতে পারে; পঙ্গুও পর্ব্বত উল্লঙ্ঘনের সামর্থ্য লাভ করিতে পারে; মহামূর্খও পাণ্ডিত্য-প্রতিভালোকে দশদিক উদ্ভাসিত করিতে পারে, এমনকি মুকঅর্থাৎ বাক্-শক্তিরহিত ব্যক্তিও সরস্বতীর ন্যায় বক্তা হইতে পারে; অতএব আমি সর্ব্বাগ্রে শ্রীগুরু-পাদপদ্মে প্রণত হইয়া সেবামুখে তাঁহার করুণা-শক্তি প্রার্থনা করি।

ভগবান শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছাতেই তাহার কৃপা-শক্তি বিগ্রহ ঠাকুর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ, আজ হ'তে প্রায় ১১৭ কি ১১৮ বৎসর পুর্ব্বে গৌর-ধামের অন্তর্গত নদীয়া জেলার বীরনগর গ্রামে আবির্ভূত হন।

ভগবান্ বা তদীয়গণের আবির্ভাব-কালের লক্ষণ, শাস্ত্রে এই প্রকার দেখা যায় যে,—যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় সেই সেই কালে সাধুগণের পরিত্রাণ বা পালন, দুষ্কৃতগণের বিনাশ বা দমন এবং ধর্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য ভগবান্ বা তাঁর পার্ষদ বা তাঁর ভক্তগণ জগতের আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কিছু পরে, ঠিক অনুরূপ অবস্থা জীব-জগৎকে অন্ধকারময় করিয়া তুলিয়াছিল; সর্ব্ব-শাস্ত্র-তাৎপর্য্যসার সুবিমল বৈষ্ণবধর্ম্ম কাল-প্রভাবে ক্রমশঃ আত্মগোপন করিতে থাকিলেন এবং তৎস্থানে মায়াপিশাচীর নব-নব বিলাস-

ধর্ম্ম, জীবগণকে মহাধ্বান্তপূর্ণ ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিতে থাকিল; ফলে ধর্ম্ম, চর্ম্মগত-বিচারময় হইয়া পড়িল! অজ্ঞতাই সাধুতার আসন গ্রহণ করিল; যোগাদি, ভোগাভিসন্ধিমূলক হইয়া পড়িল; জ্ঞানানুশীলন, শূন্যগতিতে পর্য্যবসিত, জপাদি যশোলাভের জন্য, তপস্যাদি পরহিংসার জন্য অনুষ্ঠিত হইতেছিল; দানাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ এবং অনুরাগময় ভগবদ্ভজনের নামে ঘোরতর ব্যভিচার, বুদ্ধিমানগণেরও বুদ্ধিভেদ ঘটাইতেছিল। সাধুগণ—কালের প্রবল-প্রভাব দর্শন করিয়া, ও নিজেদের ভজন-জীবনের অত্যন্ত বিপদ-শঙ্কুল অবস্থা সমাগত দেখিয়া—ভীত হইয়া পড়িলেন এবং জীব-মঙ্গলের জন্য আকুল প্রাণে ভগবচ্চচরণে যখন সকাতর প্রার্থনা জানাইতেছিলেন,—ঠিক সেই সময় ভুবনমঙ্গল অবতার, নদীয়া-বিহারী শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের কৃপা-শক্তি-বিগ্রহ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিজ প্রভুর মনোহভীষ্ট পূর্ণ করিতে নদীয়ার পূর্ব্বশৈল উদ্ভাসিত করিয়া বিমলানন্দ-জনকরূপে সাধুগণের হৃদয়ানন্দ বর্দ্ধন করিতে করিতে আবির্ভুত হইয়াছিলেন।

ভগবান্ বা তাঁহার পার্ষদগণের জন্মাদি লীলা প্রাকৃতের ন্যায় দৃষ্ট হইলেও তাহা অপ্রাকৃত— একথা আপনারা বহুবার শুনিয়াছেন; কর্ম্ম-ফলবাধ্য জীব স্বকৃত-কর্ম্মফল-ভোগের জন্য এই জগতে জন্ম-গ্রহণ করিতে বাধ্য, কিন্তু ভগবান্ বা তদীয়গণ, কৃপা পরবশ হইয়া অচিৎ জগৎ হইতে—এই বিপদ-শঙ্কুল সংসার হইতে জীবগণকে চিন্ময়ানন্দময় জগতে লইবার জন্য—ভগবৎ সেবানন্দরূপ স্বরূপ সম্পদ দান করিবার জন্য স্বেচ্ছায় জন্মলীলা পরিগ্রহ করেন। একটি—পরতন্ত্রতা বশতঃ, অপরটী—স্বতন্ত্র বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। আংশিক দৃষ্টান্তস্বরূপ,—কারাগারে কয়েদীগণ ও কয়েদীগণের মঙ্গলবিধানকারী শিক্ষকগণকে ধরা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত তাঁরা যে কোন কুলেই জন্মগ্রহণ করুন না কেন—কুলের সঙ্গেও তাঁদের কোন সম্পর্ক থাকে না। হনুমান্—কপিকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; ভগবদ্বাহন গরুড়দেব—পক্ষীকুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তথাপি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তাঁহাদের পূজাই করিয়া থাকে। এই জগতের শাস্ত্রীয় দৈব-বর্ণাশ্রম বিধিতেও দেখা যায় যে, —যে কোন কুলোৎপন্ন ব্যক্তিই তাহার গুণ-কর্ম্মাদি লক্ষণানুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি সংজ্ঞায়—সংজ্ঞিত হইবে। জন্মের পরিচয়ে তাহাদের বর্ণ-নিরূপণ হইবে না। সুতরাং ভগবৎপার্ষদ যাঁরা—যাঁরা নিত্যমুক্ত, কুল-পরিচয়ে তাঁহাদের পরিচয় কিরূপে সম্ভব হইবে? এই জন্য জীব-শিক্ষক শ্রীল সনাতন গোস্বামী,—শ্রীদাস গোস্বামী প্রভুর বংশ পরিচয় বিষয়ে—"কায়স্থ-কুলাব্জ-ভাস্করঃ" এই পরিভাষা প্রয়োগ করিয়াছেন। পদ্মের সঙ্গে সূর্য্যের যতটুকু সম্পর্ক অর্থাৎ পদ্ম—জল জাত কোমল পুষ্প এবং সূর্য্য জগৎ-প্রকাশক, জ্বলন্ত অগ্নি-পিণ্ডস্বরূপ; এই দুই এর কুলগত বা পদার্থ গত কোন সাম্য বা সাদৃশ্য নাই। তথাপি সূর্য্য স্বীয় কর-বিতরণের দ্বারা পদ্মকে প্রস্ফুটিত ও প্রফুল্লিত করিয়া যেটুকু সম্পর্ক অঙ্গীকার করেন, কুলের সঙ্গে বৈষ্ণবগণের সেইটুকু সম্পর্ক—এ দৃষ্টান্তও আংশিকভাবে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ পক্ষে পার্ষদগণ বা বৈষ্ণবগণ যে কুলকে অঙ্গীকার করিয়া আবির্ভূত হন সেই কুলই পবিত্র হইয়া যায়—এবিষয়ে শাস্ত্রের এই শ্লোকটী

প্রমাণরূপে আপনারা বিচার করিয়া দেখিবেন— "কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা বসতি শ্চ ধন্যা।" 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা' এই শ্রৌত ন্যায়ানুসারে বিচার করিলে আমরা আরও বুঝিতে পারি যে, ভক্তের আবির্ভাব তিথির মাহাত্ম্য শ্রীভগবদাবির্ভাব তিথি-মাহাত্ম্য অপেক্ষাও অধিক মঙ্গলদায়ক। যেহেতু ভক্তের জীবনচরিতে অতি সুষ্ঠুভাবে শ্রীভগবৎ-তত্ত্বানুশীলন শিক্ষার যতটা সুযোগ হয় সাক্ষাৎ শ্রীভগবচ্চরিত্রে তত দূর হয় না। সেইজন্যই শ্রীভগবৎ-তত্ত্ব ভক্ত-তত্ত্বের আচ্ছাদনে শ্রীমন্মহাপ্রভুরূপে জগতে উদিত হইয়া ভক্তি-শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

এইরূপ ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদের আবির্ভাবে জগতের হাওয়া ক্রমশঃই পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে এবং ঠাকুরের মহাপুরুষ-লক্ষণ সমূহ সজ্জনগণের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দ প্রদান করে। প্রাকৃত পরিচয়ে,—বালক স্বল্প বয়সে পিতৃহীন হইয়া মাতুলালয়ে বিদ্যাধ্যয়নাদি কার্য্যে কালাতিবাহিত করেন। তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা, মনোমুগ্ধকর চেষ্টা, অভূতপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তি এবং প্রগাঢ় ধর্ম্মানুরাগ দর্শন করিয়া আত্মীয় বর্গ বিস্মিত হইয়া যান এবং বালকের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল হইতে থাকেন। ধর্ম্মানুরাগ ঠাকুরের জীবনে এত প্রবলরূপ ধারণ করে যে, সেই অল্প বয়সেই সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য দর্শনে পণ্ডিতগণও মোহযুক্ত হইয়া পড়িতেন। সেই সময় হইতেই ঠাকুর মহাশয় বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন গ্রন্থাদি রচনা করিতে থাকেন। আত্মীয়গণও বালকের কৈশোর-সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া দেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত জীবের ন্যায় কর্ম্ম-লীলায় অবতীর্ণ হইয়া ঠাকুর মহাশয়, তৎকালে বঙ্গসন্তানগণের দুর্লভ পদবী সমূহ গ্রহণ করিয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে উড়িষ্যায় গমন করেন এবং সেখানে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের সন্নিকটে অবস্থান করিতে থাকেন। তৎকালে তাঁহার ধর্ম্মালোচনার বিশেষ সুবিধা হয় এবং শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরে শ্রীভক্তিমণ্ডপ স্থাপন করিয়া শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর অনুসরণে বহু ভক্তবৃন্দ, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পরিশোভিত হইয়া জগৎ-জীবের ভব-বন্ধন-ছেদন করিতে করিতে শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ সমূহ বিচার করিতেন। কৃষ্ণ-বিমুখ—বহির্ম্মুখ জীবের দুঃখে এতবেশী কাতর হইতেন যে, সময় সময়, আত্মভোলার ন্যায় উচ্চৈঃ স্বরে—"হা গৌরাঙ্গ হা নিত্যানন্দ! তোমরা এই জগৎ-জীবের প্রতি একবার চাও প্রভো!" বলিয়া অজস্র রোদন করিতেন। সেই ভক্তিবিনোদ প্রভুর আকুল আহ্বানেই গৌর মহাপ্রভুর করুণার মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে একদিন জগদ্বাসী শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের চরণ-ধূলি লাভ করিয়াছিল।

অত্যল্পকালের মধ্যেই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে এবং তাঁহার ধর্ম্ম প্রচারাদি আচার্য্য-লীলায় বহু শিক্ষিত গণ্যমান্য সজ্জনগণও সেবকসূত্রে যোগদান করেন। শ্রীল ঠাকুরের প্রচারের পূর্ব্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রচারিত বিমল-বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, কতকগুলি অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের দ্বারা এরূপভাবে কলুষিত, বিকৃত ও বিপর্য্যস্ত হইয়াছিল যে, লোকে

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম বলিতে—অত্যন্ত হেয়, ঘৃণ্য নীচ-প্রকৃতি লোকের ধর্ম্ম এবং আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া, সখীভেকি, নেড়া-নেড়ীর ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিত ও উপহাস করিত; কিন্তু ভক্তিবিনোদের অভ্যুদয়ে ও চেষ্টায় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্লানিমুক্ত হইয়া পুনরায় স্বীয় বিমলস্বরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া সর্ব-ধর্ম্মের শীর্ষস্থানে 'জৈব-ধর্ম্ম'রূপে জগতের ধর্ম্মাকাশে নবোদিত প্রভাত-ভাস্করের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল; সজ্জনগণ সকলেই জানিলেন যে, বৈষ্ণব ধর্ম্মই একমাত্র নির্ম্মল-উজ্জ্বল-নির্ম্মৎসর-ভক্তিবিনোদন কারী স্বরূপধর্ম্ম,—যার ভিতর নাই কোন কপটতা—আবিলতা—অবরতা এবং আরও জানিলেন—যদি সমস্ত ধর্ম্মও ব্যাষ্টি বা সমষ্টিগতভাবে সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হয় তবে নিশ্চিত সেগুলি বৈষ্ণবধর্ম্মের সোপানরূপে শোভা পাইতে থাকিবে।

তথাকথিত চিজ্জড়-সমন্বয়বাদীর ভ্রান্ত-ধারণা নিরসন করিয়া, শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত ধর্ম্মই যে, সর্ব্ব-ধর্ম্মের একমাত্র মহান্ চিৎসমন্বয় প্রদান করিতে পারে, একথা ঠাকুর মহাশয় তাঁহার ভাষা-লেখনী ও সর্ব্ব-প্রকার প্রচেষ্টার মধ্য দিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। বস্তুতঃপক্ষে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যদেবের পরে জীব-জগৎকে তিনি যেভাবে হরিবিমুখতা হইতে রক্ষা করিয়াছেন তাহার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। শ্রীল ঠাকুর মহাশয়কে কোনদিনই কাহারও প্রতি মৎসরভাব পোষণ করিতে কেহই দেখে নাই, তবে নিরপেক্ষ-সত্যকথা কীর্ত্তনে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাও তাঁহার ছিল না। ভক্তির নামে ছলধর্ম্ম; মিছাভক্তি বা অভক্তিপর বিচারের প্রশ্রয় কোনদিনই দেন নাই। তাঁহার লেখনী নির্ভীকভাবে তারস্বরে সত্যকথা ঘোষণা করিয়াছে। জাগতিক প্রতিষ্ঠাকে তিনি শূকরের বিষ্ঠার তুল্য মনে করিতেন। সেই সময় বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার গৌরাঙ্গ-বিষয়ক নাটকের উদ্বোধনের জন্য শ্রীল ঠাকুরকে বিশেষ অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি তাহা সোজাসুজি পাঁচ-মিশালী ব্যাপার বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। উড়িষ্যার কোন এক মহাযোগী (?) যৎকালে প্রতিষ্ঠা-বিষ্ঠা পাহাড়ের চূড়া হইতে নিজেকে মহাবিষ্ণুর অবতার বলিয়া নরকের পথে স্বদলবলে অগ্রসর হইতেছিল এবং সনাতনধর্ম্মের পথে কন্টকরাশি প্রদান করিতেছিল, তখন তিনিই তাঁহাকে কঠোরভাবে দমন করিয়াছিলেন। ভারতের বিশেষ বিশেষ মলিনতীর্থ সমূহকে যখন নির্ম্মল করিবার জন্য তিনি অভিযান করেন তখন কত অধম, কত পাপী তাপী তাঁহার সুশীতল চরণ স্পর্শ লাভে নিজেদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছিল তাহার আর কত উদাহরণ দিব। তাঁহার ভারত ভ্রমণে বহু বিরুদ্ধধর্ম্মের অবসান হইয়াছিল। এইসবের দ্বারা তাঁহার মহিমার দিগদর্শন করাও আমার পক্ষে সম্ভব নহে;—শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ অতি সংক্ষেপে (বিস্তৃত ত আছেই) দুই একটি পয়ারের মাধ্যমে ঠাকুর মহাশয়ের যে নিগূঢ় পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই বিদ্বন্মণ্ডলী তাঁহার সুষ্ঠু পরিচয় পাইয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের "অনুভাষ্য" শেষে শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"তাঁহার করুণা কথা মাধব-ভজ-প্রথা
তুলনা নাহিক ত্রিভুবনে।
তাঁর সম অন্য কেহ ধরিয়া এ নর-দেহ
নাহি দিল কৃষ্ণ-প্রেম-ধনে।।
সেই প্রভু-শক্তি পাই এবে অনুভাষ্য গাই
ইহাতে আমার কিছু নাই।
যাবৎ জীবন রবে তাবৎ স্মরিব ভবে
নিত্যকাল সেই পদ চাই।।
শ্রীগৌর-কৃপায় দুই মহিমা কি কব মুই
অপ্রাকৃত-পারিষদ্-কথা।
প্রকট হইয়া সেবে কৃষ্ণ-গৌরাভিন্ন-দেবে
অপ্রকাশ্য কথা যথা তথা।।"

এই পায়ার কয়টী শুনিলেই আমাদের মুখ বা কলম একেবারে বন্ধ হইয়া যায়; মনে হয় করিতেছি কি! শিব গড়িতে গিয়ে বাঁদর গড়িয়া ফেলিতেছি! ঠাকুরের মহিমা গাহিবার মত শক্তি আমাদের কোথায়? কোথায় সেই অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষের অমল-চরিত, আর কোথায় আমি মহাপতিত নরাধম!—শুধু এইটুকু আশাবন্ধ যে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুর অনুসম্বন্ধও জীবের সর্ব্বোত্তম কল্যাণ প্রদানে সমর্থ। বস্তুতঃপক্ষে ঠাকুরের করুণা সহস্রমুখে সহস্রধারায় প্রবাহিত হইয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পবিত্র করিয়াছে।

এমন কোন পদার্থ, এমন কোন ভাব, এমন কোন বিষয়ই ছিল না, যাহাকে শ্রীল ঠাকুর কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নিযুক্ত না করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার প্রধান দুইটি ধারার মধ্যে যেন ভাগীরথী ধারায় (স্বয়ং আচার ও প্রচার) সমগ্র জগৎকে পূত করিয়া কৃষ্ণসেবার উপকরণ করিয়াছেন; আর সরস্বতী ধারায় বেদব্যাসের ন্যায় বেদাদি শাস্ত্রসমূহ মন্থন করিয়া আরও সহজ এবং সরলভাবে সর্ব্বত্র মুক্ত হস্তে কৃষ্ণপ্রেম-নবনীত বিলাইয়া দিয়াছেন। জগতে শ্রীল ভক্তিবিনোদের এই অতুলনীয় দানের কোন উপমা নাই—কোন বিনিময় নাই। গ্রন্থ জগতেও ঠাকুরের অপূর্ব্ব মহিমা সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে ও থাকিবে। তাঁহার রচিত "কি সূত্র-গ্রন্থ; কি সংহিতা গ্রন্থ; কি গীতি-গ্রন্থ; কি ভাষা-গ্রন্থ; কি লীলা গ্রন্থ; কি রস-বিজ্ঞানমূলক গ্রন্থ; কি সমালোচনা গ্রন্থ; কি টীকা-টিপ্পনী, কি ভাষ্য-রচনা; কি তত্ত্ব-সিদ্ধান্তমূলক গ্রন্থ; কি কাব্য-বিজ্ঞান -সাহিত্য-দর্শন" প্রভৃতির আলোচনার গ্রন্থসমূহ; তাঁহার প্রকাশিত অপ্রকাশিত সর্ব্বপ্রকার গ্রন্থ-রত্নাবলীই আজ শ্রীচৈতন্য-সরস্বতীর সুস্নিগ্ধ সেবাময় আলোকে আরও অধিকতর উদ্ভাসিত হইয়া জগতের জীবকল্যাণ বিষয়ে মহাবদান্য অবতারীর অমন্দোদয়া-দয়ার আধারস্বরূপে তদভিন্নত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। সময় অত্যন্ত সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছে অতএব আর ২।১ টী কথা বলিয়াই আমি বিদায় লইব।

শ্রীগৌরাঙ্গের ধাম-সেবায় যিনি নিজের চেষ্টার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন—সেই ভক্তিবিনোদপ্রভুর ধাম-প্রকাশের কথা আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন! বহু অপস্বার্থপর ব্যক্তি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান আবিষ্কার বিষয়ে তাঁহাকে বহুপ্রকারে বাধা দিয়াছিল—কিন্তু তিনি অচল অটলভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের মনোহভীষ্ট যে শ্রীধামের প্রকাশ, তাহা এরূপ সুষ্ঠুভাবে করিয়া গিয়াছেন যে আজ সমস্ত অপস্বার্থপর ব্যক্তিগণের কলুষিত জিহ্বার কপাট বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এখন আর মায়াপুরকে চাপা দিবার কোন উপায়ই তাহারা খুজিয়া পায় না। এখন সকলেই মুক্তকণ্ঠে মায়াপুরের গুণগান করিয়া থাকে। এককথায় বলিতে গেলে শ্রীঠাকুর ভক্তিবিনোদ ছিলেন একাধারে—শ্রীস্বরূপ-সনাতন-রূপ-রঘুনাথ-রায়রামানন্দ-হরিদাস-শ্রীজীব-কৃষ্ণদাস-নরোত্তম প্রভুগণের মিলিতস্বরূপ। কেন না গোস্বামিবর্গের সমস্ত চেষ্টার পরাকাষ্ঠা তাঁহাতে পূর্ণরূপে বিদ্যমান দেখা যায়। কি ধাম প্রকাশ কার্য্যে; কি লুপ্ত-তীর্থ-উদ্ধার বিষয়ে; কি অপ্রাকৃত গ্রন্থাদি-রচনায়; কি ভক্তি-সিদ্ধান্তে; কি বৈরাগ্যে; কি দার্শনিক বিচারে; কি হরিকথা কীর্ত্তনে; কি হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা জীবোদ্ধারলীলায়, সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার অপ্রাকৃত সামর্থ্যের মহিমা যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই দেখিয়াছেন, তিনিই তাঁহার চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়াছেন।

আজকের এই তিথিকে অবলম্বন করিয়াই তিনি প্রকটিত হইয়াছিলেন। অতএব এই তিথিও পরম পূজনীয়া, বরণীয়া এবং করুণাময়ী। আমার এমন কোন উপায়নই নাই যাহার দ্বারা আমি এই তিথিবরার পূজা করি। আপনারা মহান্—পরম বৈষ্ণব; আপনারা কৃপা পূর্ব্বক এই তিথিবরার পূজা করিবার যোগ্যতা আমাকে প্রদান করুন; আর আপনাদের কৃপায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ প্রভুর কৃপা প্রার্থনার মহান্ আর্ত্তি জাগরিত হইয়া আমার অন্তর্বহিঃ শ্রীগৌর-বিহিত কীর্ত্তনের দ্বারা গৌরব মণ্ডিত হউক এবং নিত্যকাল শ্রীবিনোদ-সারস্বতগণের সেবায় নিযুক্ত করুক্—এই প্রার্থনা—। "বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ"।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভাগবত কথা

শ্রীমদ্ভাগবদ হ'ল শ্রীল বেদব্যাসের সর্ব্বশেষ এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান। শ্রীল ব্যাসদেব বেদকে চারভাগে ভাগ করে জগৎকে দিয়েছেন, উপনিষদাবলী রচনা করেছেন, পঞ্চমবেদ স্বরূপ মহাভারত রচনা করেছেন, অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেছেন আরও অনেক কিছুই করেছেন; এবং স্বল্পায়ু কলিজীব সম্পূর্ণ বেদাধ্যায়ন করে অর্থবোধ করতে পারবে না জেনেই খুবই সংক্ষিপ্ত নির্য্যাস রূপে বেদান্ত-দর্শন রচনা করেছেন। সেই বেদান্তেরই অপরনাম ব্রহ্মসূত্র। সূত্রাকারে সেখানে সবকিছুই বলা হয়েছে। কিন্তু তাতেও তার মনের অশান্তি যায় নাই। বদরীকাশ্রমে বসে ভাবছেন, এমন সময় তাঁর গুরুদেব শ্রীনারদ গোস্বামী এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। জিজ্ঞাসা করলেন বৎস! কেমন আছ? শ্রীবাসদেব বল্লেন প্রভু! মানসিক শান্তিতে নাই। এবং তার কারণটাও ধরতে পারছি না। আপনি অন্তর্যামী তাই এই সময় কৃপা করে এসেছেন। আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন? শ্রীনারদ বল্লেন, হ্যাঁ সেই জন্যই আমি এসেছি। আসলে কি জান? তুমি জগতের কল্যাণের জন্য এতদিন যা দিয়েছ বা করেছ সবই ভস্মে ঘি ঢালা হয়েছে। রোগের ঔষুধ দিয়েছ, রোগীর পথ্যও দিয়েছ কিন্তু স্বাস্থ্যবানের রসদ দাও নাই। অতএব এখন আসল জিনিষটি দিতে হবে। আর এখন তুমি ছাড়া অন্য কেউ দিলেও লোকে নেবে না—বিশ্বাস করবে না। "জুগুপ্সিতং ধর্ম্ম কৃতেহনু শাশ্বতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ। যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতি তরস্থিতো নমন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ।।" তুমি একটা বিপর্যায় ঘটিয়েছ। এতদিন যা দিয়েছ তাতেই লোকে ভরপুর হয়ে আছে। এখন অন্য কেউ দিতে গেলে বল্বে ব্যাসের চেয়ে তুমি বেশী জান? কেউ শুন্বে না। তাই আজ আমি তোমার কাছে এসেছি তোমাকে নিজের হাতে সেই জিনিষ পরিবেশন করতে হবে। মুক্তির পরে যে পরমানন্দময়, অমৃতময়, সেবাময় জীবন রয়েছে, সেই জীবনের কথা খোলসা করে বল্তে হবে। রেখে ঢেকে মুড়ি-মিছরীর একদর করে ফেল্লে তো হবে না। গোঁজামিল দিয়ে সমাধান করলে চল্বে না। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ অনেক নীচুস্তরের কথা। সর্ব্বোপরি হল ভক্তি। সেটি আবার সাধারণ ভক্তি নয়—বিশুদ্ধ জ্ঞান-শূন্যা-ভক্তি। লীলাময় ভগবানের লীলাভূমিকায়—বা সেবা ভূমিকায় প্রবেশের একমাত্র দ্বার। আমি তোমাকে সেই দরজা খুলে দিতে বল্তে এসেছি। এই বলে তিনি দশটি শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের কথা উপদেশ করলেন। এবং বল্লেন এইবার তুমি এটি ভাল করে চিন্তা কর এবং রিপ্রডিউস্ কর। তখন শ্রীব্যাসদেব-"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেহমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।" ভগবান নারদের উপদেশাবলী অনুধাবন করে ভক্তিযোগে ধ্যানস্থ হয়ে সবকিছু জেনে অপূর্ব্ব অনুভূতিতে পরিপূর্ণ হয়ে সবটাকে রি-এড্জাষ্ট ও হারমনাইজ, করে নিলেন নিজের মধ্যে। তার পরেই উত্তমশ্লোক শ্রীভগবানের ও ভগবদ্ভক্তের লীলা বৈচিত্র্যপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করে পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করলেন। সেই শ্রীভাগবতের পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রীব্যাসদেব লিখেছেন "আমি বহু পরিশ্রমে যে বেদকে বিস্তার করে জগতে প্রকাশ করেছি এই সেই নিগম কল্পতরুর গলিত ফল"—"নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্ পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।" "অর্থোহয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়। গায়ত্রীভাষ্যরূপোহসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ।" এই শ্রীমদ্ভাগবত হল বেদরূপকল্পবৃক্ষের সুপক্কফল। তাতে আবার শুকমুখাৎ অমৃতদ্রব

সংযুক্ত। অতএব হে রসিক ভক্তগণ, ভগবৎ প্রেমোন্মত্ত ভাবুকগণ! এখন আপনারা মুহুর্মুহু এই সচ্চিদানন্দের অমৃত লীলা পান করে পরম পরিতৃপ্তি লাভ করুন। আরও বল্লেন যে এটি বেদমাতা গায়ত্রীর ভাষ্যরূপ এবং ব্রহ্মসূত্রের নির্গলিতার্থ পুরাণ মহাভারত সবকিছুর মূল বক্তব্যতো এর মধ্যেই পাবে। সর্ব্বোপরি লীলাপুরুষোত্তমের লীলায় প্রবেশ পাবে।

ধর্ম্মপ্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমোনির্ম্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তব বস্তুমাত্র শিবদং তাপোত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বা পরৈরীশ্বরঃ
সদ্যো হৃদ্যবরুদ্ধতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।।

তিনি নিজে ফুল্লি স্যাটিসফায়েড্। কিন্তু তাঁরই রচিত ধর্ম্ম জগতে বিপ্লব আনতে হলে এর পরীক্ষা হওয়া দরকার' এমন কে আছেন সর্ব্বপ্রকারে যিনি বন্ধনমুক্ত, মায়াতীত নির্গুণ ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত? তিনি তাঁরই আত্মজ শ্রীশুকদেব। ষোড়শ বর্ষীয় সুন্দর যুবক উলঙ্গ স্ত্রী-পুং ভেদহীন 'শুকস্য বিবিক্ত দৃষ্টি'। যার স্ত্রীপুরুষ ভেদ-জ্ঞান নাই। সব সময় ব্রহ্মানন্দে বিভোর। ব্যাসদেব তাঁর অনুসন্ধানে বেরিয়ে পিছু পিছু ছুটছেন পুত্র পুত্র করে, কিন্তু তাঁর কোন ভ্রুক্ষেপ নাই। গাছপালা সাড়া দিচ্ছে। শুকদেবের সাড়া নাই। তাঁর যেমন সাড়া নাই অপরেরও তাঁর প্রতি কোন মনোযোগ নাই। কেমন বিবিক্ত দৃষ্টি! নারীগণ বস্ত্র রেখে উলঙ্গ হয়ে জলে স্নান করছে বা করতে যাচ্ছে,—শুকদেব চলে যাচ্ছেন সেই পথ দিয়ে, তারা গ্রাহ্যই করছে না শুকদেবকে দেখে। যেই ব্যাসদেবকে তারপরেই যেতে দেখা অমনি লজ্জা নিবারণের জন্য তাড়াতাড়ি এসে কাপড় পড়ছে। এই প্রকার শুকদেবকে ধরবেন কি দিয়ে? তাই আর সোজাসুজি চেষ্টা না করে কাঠুরিয়াদের ভাগবতের ভগবল্লীলাপূর্ণ কিছু শ্লোক শিখিয়ে দিয়ে বল্লেন, তোমরা যখনই শুকদেবকে দেখ্‌বে তখনই এই শ্লোকগুলি পাঠ করবে। তাই হল, কোন কিছুই শ্রীশুকদেবকে আকর্ষণ করছে না, সেই শ্রীভগবল্লীলাময় ভাগবতে আকৃষ্ট হয়ে শুকদেব কাঠুরিয়াদের জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা এ'শ্লোকগুলি কি করে কোথায় জান্‌লে? কাঠুরিয়াগণ ব্যাসদেবের কথা বল্লেন।

তখন সেই **"হরের্গুণাক্ষিপ্ত মতির্ভগবান্ বাদরায়ণি"** শ্রীশুকদেব ছুটলেন শ্রীব্যাসদেবের কাছে। শ্রীব্যাসদেব মনের আনন্দে তখন শ্রীশুকদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত পড়ালেন শুনালেন। শ্রীশুকদেব বলেছেন—পরীক্ষিত মহারাজকে— "পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমশ্লোকলীলয়া। গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্।" "ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতং। অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতোর্দ্বৈপায়নাদহম্"। মহারাজ আমি নিজেও জানি এবং আমাকেও সবাই জানেন যে আমি নির্গুণ ব্রহ্মে পরিনিষ্ঠিত। একমূহূর্তও ব্রহ্মজ্ঞান হতে আমার বিচ্যুতি নাই। কিন্তু সেই আমি যে ভগবল্লীলাগাথায় আকৃষ্ট হয়ে আমার পিতার কাছে সাক্ষাৎ ভগবৎস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভাগবত পড়েছি—সেই জ্ঞানলাভ করেছি আজ আমি তোমাকে তাই দিচ্ছি। ভাগবত আরম্ভের প্রণামটিও বড় সুন্দর। "তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো, মনোস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলা। ক্ষেমং ন বিন্দন্তি যদর্পনং বিনা তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ।।" পরীক্ষিতের সভায় সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছেন। অত্রি, বশিষ্ট, চ্যবন, শরদ্বান, অরিষ্টনেমি, ভৃগু, অঙ্গিরা, ব্যাস-পিতা পরাশর, বিশ্বামিত্র, পরশুরাম, ব্যাসদেব এমনকি ভগবান নারদ পর্য্যন্ত এসেছেন। সকলেই মহর্ষি—এক একটি দিক্‌পাল। কিন্তু সকলেরই যেন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন যে তপস্বী, যশস্বী, মনস্বী, মন্ত্রবিৎ যে যাই হোন, মঙ্গল লাভের একমাত্র উপায় ভগবানে আত্মসমর্পণ।

(ক্রমশঃ)

— চলার পথে —

"চিত্রং বিচিত্রমহো"

সেদিন শনিবার। কলিকাতা হ'তে বন্ধুর সঙ্গে বাড়ী ফিরছি — বিকাল পাঁচটার ট্রেনে। আমারই মত ডেলিপ্যাসেঞ্জারগণও সমস্ত দিনের কর্ম্মক্লান্ত দেহ নিয়ে দলে দলে গাড়ীতে উঠছেন, — বাড়ী যাওয়ার আনন্দ হাসি-হাসি মুখ নিয়ে। বড় ভীড় হ'য়েছে কাটোয়া যাওয়ার এই ট্রেনটিতে।

আমরা দুই বন্ধুতে একটি কম্পার্টমেন্টে জায়গা করে নিয়ে — সবেমাত্র কলিকাতার নিয়মাবদ্ধ আবহাওয়ায় অতীষ্ঠ প্রাণটাকে একটু জিরিয়ে নেবার আশায় হাঁফ ছেড়ে বসেছি,—ঠিক এমনি সময় কয়েকজন ভদ্রলোক ভীড় ঠেলতে ঠেলতে এসে উঠলেন আমাদের কম্পার্টমেন্টে। সকলেই প্রায় সমবয়সী হ'লেও মনে হল একজনের বয়স পঞ্চাশের ওপরে হবে, তবে কোনমতেই তাঁকে বুড়ো বলা চলে না। বৃদ্ধ বয়সেও যে কচিমনের ছাঁচ তাঁর ভাগ্যে নাই, তা তাঁর কথা শুনলেই বোঝা যায়।

যা' হোক — দেখলাম তিনি গাড়ীতে উঠে প্রথমেই আবিষ্কার ক'রে ফেললেন দুই জন বাচ্চা সাধুকে। মুখের ভাব—যেন বিরাট কিছু একটা আবিষ্কার করেছেন। তারপর সাধু দুইটির পাশেই কোনরকমে একটু জায়গা ক'রে নিয়ে সঙ্গীদের পানে এরূপভাবে কটাক্ষ নিক্ষেপ ক'রলেন যেন — এতক্ষণে মুখরোচক একটা কিছু পেয়েছেন।

অতঃপর বিলম্ব না করে ছেলেদুটিকে প্রশ্ন করলেন —

বৃদ্ধ — "বলি, হা বাবা গৌরাঙ্গ! কতদূর যাবে?"

ছেলেদুইটির বয়স ১৮/২০ বৎসর হবে। তাদের মুখ দেখলেই মনে হয় এরা বেশ সুখী। কোন প্রকার দুশ্চিন্তার ছাপ এখনো মুখে না পড়ায়, মুখটি বেশ উজ্জল ও প্রসন্ন। বড়টি একটু হেসে? শ্লথভাবেই জবাব দিলে—"আজ্ঞে

বাড়ী যাব।"

বৃদ্ধ —"বাড়ী যাবে? — তা বেশ! বেশ! তা সেটি কোথা বাবা? সেটি কি সেই—মালা ঝোলার দেশে? গলায় অন্ততঃ তো তার প্রমাণটি দেখা যাচ্ছে।"

ছেলেটি আবার হেসে বল্‌লে — "আজ্ঞে হ্যাঁ! এক প্রকার তাই বটে! তা আপনি কোথায় যাবেন?"

বৃদ্ধ — "আমি?—আমি তোমার যাওয়ার পথেই নাম্‌বো, অর্থাৎ— চন্দননগর।"

ছেলেটি অমনি রহস্য করে বল্‌লে—"তা — আমার যাওয়ার পথে কেন? সঙ্গেই চলুন না? বাড়ী পৌঁছে দেব। " Back to God back to Home" (বলেই মৃদু হাস্‌লো)।

বুঝলাম —ছেলেটি বোকা তো নয়ই — বরং বুদ্ধিমান ও রহস্যবিৎ। বৃদ্ধ কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন—

"আমি তো বাবা গৌরাঙ্গ হ'ব না তোমার মত! আমার স্ত্রী পুত্র আছে যে! — আর সবাই যদি গৌরাঙ্গ হ'য়ে যাই, তবে তোমার-ভগবানের সৃষ্টি যে একেবারেই অচল"— ... হেঁ - হেঁ - হেঁ ... (হাসি)।

ছেলেটিও হেসে উঠলো — সঙ্গে সঙ্গে আমরাও। কিন্তু দেখ্‌লাম হঠাৎ ছেলেটির মুখ গম্ভীর হলো, তারপরেই ছেলেটি উত্তর করলে —

"তা বেশ! বেশ! আপনার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখে এইবার একটু একটু আপনার মাহাত্ম্য আমি উপলব্ধি করতে পারছি .....। তা আপনার মত লোক ভগবানের সৃষ্টি চলাচল কার্য্যে এত এনার্জ্জি না দিলে আর কে দেবে বলুন? যদি কিছু মনে না করেন তো — জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারি কি? — আজ পর্য্যন্ত্য সৃষ্টিরক্ষার নিদর্শন স্বরূপ" .....

— এমন সময় নেপথ্যে গাড়ী ছাড়ার হুইসেলের শব্দ হল। এইবার মনে হ'ল ভদ্রলোক একটু মুখ চাবলাচ্ছেন। আমরা সকলেই তাঁর ভাব দেখে

হেঁসে উঠলাম। ছেলেটি কিন্তু হাঁস্‌লো না একবার। এই সঙ্গে আর একজন ভদ্রলোকও পূর্ব্বেই তাঁর সৌন্দর্য্যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিলেন (ওঁর কথায় জেনেছি যে তিনি কালনা যাবেন) এবার তিনি বলে উঠলেন। "— আপনারা কেন বৃথা সময় নষ্ট করছেন? বরং ব্রহ্মচারীজিকে সৎভাবে প্রশ্ন করুন; আমার মনে হয় উনি আপনাদের প্রশ্নের সমাধান দিতে সমর্থ।"

আমাদের গাড়ীটি তখন কিছুটা দোলন দিয়ে স্টেশন ছেড়ে চল্‌তে আরম্ভ করেছে। হাওয়াও ক্রমশঃই পালটাতে লাগলো।

ভদ্রলোকের কথার পর — মনে হ'ল গাড়ীর সকলেই এবার ব্রহ্মচারী দুইটির প্রতি সহানুভূতিশীল হচ্ছে।

বৃদ্ধভদ্রলোক কিন্তু ছাড়িয়ে যাবার পাত্র নন, — তাই আবার প্রশ্ন (এবার একটু সংযত) করলেন —

বৃদ্ধ — বলি আচ্ছা বাবা! সংসারে কি সুখ নেই?

ব্রহ্মচারী — আজ্ঞে তা আমি কি করে বলি বলুন? আমি আকুমার ব্রহ্মচারী — আর সংসারের খবরও বিশেষ কিছুই রাখি না। এ প্রশ্নের উত্তর আপনিই ভাল দিতে পারবেন। সুখ আছে — কি না আছে — আমি শুধু আপনাদের দে'খে অনুমান করতে পারি। ধরুন — এই তো অফিসে গিয়েছিলেন, — সেখানে ওপরওয়ালার ধাক্কা কাহারও অবিদিত নয়; এই ট্রেনেও আপনাকে যাতায়াত করতে হয়, — এতে প্যাসেঞ্জারের ধাক্কাটাও যে কত সুখের, তা — আপনাকে নিশ্চয়ই ব'লে দিতে হবে না; আর বাড়ী গিয়ে যখন গৃহিণীর মুখ ঝাপ্‌টার সঙ্গে সঙ্গে শুনবেন্ — চাল্ নাই, ডাল্ নাই, তেল নাই, নুন নাই, ছেলেপিলের কাপড় নাই, জামা নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি — তখন সুখের বহরটা কি ধরণের দাঁড়াবে — অনুমান করাও অন্ততঃ অসঙ্গত হবে না। তাছাড়া আসল সুখের বার্ত্তা আর — না দেওয়াই ভাল। অতএব আমাকে আর জিজ্ঞাসা করেন কেন?"

আমার বন্ধুটি এতক্ষণ চুপ্ ছিলেন, এইবার তিনি থাকতে না পেরে বলে উঠলেন — "আসলটা কি একটু বলুন না ভাই?"

ব্রহ্মচারী — "আমাদের মঙ্গলের জন্য আর্য্য-ঋষিগণ তো অনেক আগেই বলে গিয়েছেন, —আমাকে কেন বল্‌তে হবে? —আমাদের মনের কপাট খুলে —মনের কথাগুলি তাঁদের পবিত্র লেখনীর মাধ্যমে যেভাবে বাহির করে দিয়েছেন, আমি তার একটু নমুনা দিতে পারি —

শুনুন্ —

'বৃদ্ধকাল আওল, সব সুখ ভাগল,
পীড়াবশে হইনু কাতর।
সর্ব্বেন্দ্রিয় দুর্ব্বল, ক্ষীণ কলেবর,
ভোগাভাবে দুঃখিত অন্তর।।
জ্ঞান-লব হীন, ভকতি রসে বঞ্চিত
ইত্যাদি ইত্যাদি।"

এবার পূর্ব্বকথিত ভদ্রলোক নিজেই ছেলেটিকে বললেন -- "ব্রহ্মচারীজি! আপনাদের দেখে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে, এঁদের কথা ছেড়ে দিন।" বৃদ্ধের দিকে লক্ষ্য দিয়ে বল্‌লেন—"ইনি একটু মজা ভালবাসেন, তা' আজ এঁর পাত্র নির্ব্বাচনে ভুল হ'য়েছে -- আপনি কিছু মনে করবেন না। যা হোক -- আপনি সরলভাবে আমাদিগকে কিছু উপদেশ করুন।

ব্রহ্মচারী — দেখুন! এটা রেলগাড়ী। নানাধরণের চিত্তবৃত্তির সমাবেশ হয়েছে এখানে, অতএব আমার মত ক্ষুদ্রব্যক্তির কিছু বলা -- বড়ই কঠিন ব্যাপার—বিশেষতঃ উপদেশ করা।"

বৃদ্ধটি — "হাঁ হাঁ তা কিছু উপদেশ করুন — আমরা শুনি" বলেই একটা হাঁফ ছাড়লেন।

ব্রহ্মচারী বলেই চল্‌লেন—"আরও দেখুন, আমি বললেই কি শুন্‌তে পারবেন? শুনলেও কি ধারণা করতে অর্থাৎ বুঝতে পার্‌বেন আর বুঝলেই যে জীবনে আচরণ করবেন — এ আশা আমি করতে পার্‌ছি না—তবুও আপনার আগ্রহ আমাকে কিছুটা উৎসাহ করছে, তাই আমার নিবেদন যে— আপনিই কিছু প্রশ্ন করুন—আমার সাধ্যমত আমি উত্তর দিতে যত্ন কর্‌বো।"

ভদ্রলোক — (প্রথমেই) "আমার ধৃষ্টতা মাফ কর্‌বেন আচ্ছা তা আপনি কেন গৃহত্যাগ করেছেন' — আমাদের বলুন" —

এইবার প্রসন্নমুখে, ব্রহ্মচারী কোমল হেঁসে বল্‌লেন — প্রশ্নটি বেশ ছোট্ট এবং সুন্দর হ'লেও, উত্তর দেওয়া কিছু সময় সাপেক্ষ; যেহেতু এই প্রশ্নের ভিতর কয়েকটি প্রশ্নই জড়িত রয়েছে। অতএব একটু ধৈর্য্য ধরে আপনাদের শুনতে হবে .....

সকলে — "তা হোক—আপনিই বলুন।"

ব্রহ্মচারী কিছু উৎসাহযুক্ত হ'য়ে বল্‌তে লাগলেন —

"দেখুন — সর্ব্বপ্রথমে আমি কে? — এটি জানা প্রয়োজন; তারপরে - আমার, গৃহ, ত্যাগ, কেন, প্রভৃতি প্রশ্নের উত্তর দেব।"

"আমি কে? এই প্রশ্ন শুনলেই আমাদের সর্ব্বাগ্রে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কথা মনে পড়ে যায়। তাঁর নাম কম বেশী সকলেই শুনে থাকবেন?"

বন্ধুটি — "হাঁ ! একটি কবিতা'তে আমরা পড়েছি সনাতন গোস্বামীর কথা। তাতে বড় সুন্দরভাবে একটি বিষয়ের বর্ণনা আছে; সনাতন গোস্বামী একটি পরশমণি পেয়েও তাকে তুচ্ছ পাথরের মত গাছতলায় ফেলে রেখেছিলেন, তারপর — শিবের আদেশে এক ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে গিয়ে ধন প্রার্থনা করায়, তিনি সেটি তাঁকে গাছতলা হতে নিয়ে যেতে বলেছিলেন — কিন্তু লোকটি মণিটি নিয়ে যাওয়ার পর নিজের বোকামী বুঝতে পারলেন, তাই ফিরে এসে গোস্বামী ঠাকুরের চরণে পড়ে বলেছিলেন —

যে ধনে হইয়া ধনী মণিরে না মান মণি
তাহার খানিক ।
মাগি আমি নতশিরে এতবলি নদী নীরে
ফেলিলা মাণিক ।।

কি সুন্দর চরিত্র ....."

ব্রহ্মচারী — মহাপুরুষের চরিত্র দুর্জ্ঞেয়। তাঁরা স্বয়ং মহামুক্তপুরুষ হ'লেও বদ্ধজীবের মঙ্গলের জন্য বহু প্রকার চেষ্টা দেখিয়ে থাকেন। — শ্রীল সনাতন গোস্বামী ছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয়পার্ষদ। শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন বৃন্দাবন গমন করেন, সেই সময় শ্রীল সনাতন গোস্বামী, জীব-মঙ্গলের জন্য হুসেন শা'র প্রধান মন্ত্রীত্বরূপ প্রতিষ্ঠা ত্যাগ করে, অনিত্য বিষয় ও সংসার সমস্ত মলবৎ, পরিত্যাগ ক'রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরণে উপস্থিত হন—কাশীতে। তিনিই আমাদের হ'য়ে শ্রীচৈতন্যদেবকে প্রশ্ন করেছিলেন —

"কে আমি? কেন মোরে জারে তাপত্রয়"

মহাপ্রভু সনাতনকে বিলক্ষণ জানতেন। তাই তিনিও বললেন; "সব তত্ত্ব জান — তোমার নাহি তাপত্রয়।" তথাপি জীব-শিক্ষার জন্যই তোমার এই প্রশ্ন, অতএব ক্রমে ক্রমে সবই বলছি, তুমি শোন,"— এই বলে মহাপ্রভু বললেন--"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ।"

ব্রহ্মচারী— প্রথমে দেখতে হবে—আমি কে? আর এইবার আপনাদেরও শুনতে হবে — একটু ধৈর্য্য ধরে; কেন না এইবার যে ভূমিকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হব— সেটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ভদ্রলোক বিনীত ভাবে বললেন — দেখুন, আমরা শাস্ত্র-টাস্ত্র বেশী বুঝি না, আর এখানে শাস্ত্র-কথায় মর্ম্ম বোঝার মত লোক - নাই বলেই মনে হয়; অতএব যতদূর সম্ভব আমাদের যুক্তির দ্বারা বুঝিয়ে দিতে হবে।

ব্রহ্মচারী — আচ্ছা চেষ্টা করছি, কিন্তু একথা মনে রাখবেন — জাগতিক যুক্তি, তর্ক, বিদ্যা, বুদ্ধি, পান্ডিত্য প্রভৃতি কোন কিছুর দ্বারাই সে বস্তুর স্বরূপ বা আমার স্বরূপ নির্ণীত হওয়া সম্ভব নয়। তবে দিগদর্শনের জন্য যতটুকু সম্ভব, মহাজন অনুঃসৃত যুক্তিরই সাহায্য এখানে নেবো।

হঠাৎ আর একজন ভদ্রলোকের মৌন ভঙ্গ হল। তিনি এতক্ষণ শ্রোতাই ছিলেন কিন্তু এইবার বক্তার আসন নিলেন ও বললেন — "যুক্তি দিয়েই বলুন

আর শাস্ত্র দিয়েই বলুন, বিষয় থাক্‌লেই সংশয় আছে, আর সংশয় হলে পূর্ব্বপক্ষ অবশ্যই হবে, অতএব মীমাংসা-সঙ্গতি ব্যতীত, রামাশ্যামার কথা কি শোনা উচিত?

ব্রহ্মচারী — (মৃদু হেসে) নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তর্কশাস্ত্রে আপনার যথেষ্ট অনুরাগ রয়েছে। যাহা হউক আমিই জিজ্ঞাসা করি-বলুন তো, আত্মতত্ত্ব বা ভগবৎ স্বরূপ নির্ণয়ে কি যুক্তি তর্কাদি সমর্থ - একথা কোথায় পাওয়া যায়? এই জড়জগতের বিষয়গুলি যুক্তিবৃত্তির অধীন হ'তে পারে কিন্তু 'আত্মা স্বীয় দর্শন-বৃত্তি ব্যতীত কোন যুক্তি দ্বারাই লক্ষিত হন না' — একথা কি শোনেন নাই? অনুবীক্ষণ যন্ত্র কানে লাগালে কি হবে? মাইক্রোফোন দিয়ে কি ছবি দেখা যায়? তবে যুক্তি-যন্ত্র দিয়ে কিরূপে অবাঙমনসোগোচরঃ পদার্থের জ্ঞান বা অনুভব হবে? শাস্ত্রাদি পাঠে আমার যা ধারণা, তাতে তর্কাদি-দ্বারা আত্ম বা পরমাত্ম স্বরূপ নির্ণীত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। বেদাদি সকল শাস্ত্রেরই ঐ কথা — ''যত্নেরাপাদিতোহপ্যর্থঃ'' 'তর্কপ্রতিষ্ঠানাৎ' 'অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ' 'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বা বহুনা শ্রুতেন' 'ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্'- এই সমস্ত শ্রুত্যাদি বাক্য প্রচুর রয়েছে। অতএব আমি অবশ্য রামা-শ্যামার কথা শুনতে আপনাদের বলি না — সর্ব্বদর্শী মহাজন বাক্য বা বেদবাণীই শুনতে বলি।

ভদ্রলোককে নিরুৎসাহিতভাবে কি যেন বল্‌তে যেতে দেখলাম, কিন্তু পূর্ব্বভদ্রলোক ব্যস্তভাবে বললেন-ব্রহ্মচারীজি! আমাদের সময় বড় অল্প, আর একটি স্টেশন মাত্র পরমায়ু; অতএব আপনার বক্তব্য শেষ করুণ; কেননা পন্ডিতে পন্ডিতে লাগলে আর এখানে ভাঙ্গবে বলে মনে হয় না।

ব্রহ্মচারী — আচ্ছা শুনুন - যা বলছিলাম; প্রথমত দেখ্‌তে হবে — এই দেহটা অথবা মনটা অথবা অন্যকিছু — কোনটা আমি। এ প্রসঙ্গে গীতোপনিষদের একটি শ্লোক আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে — 'ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরাবুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ' অথবা 'বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ'।

এই দেহটার মধ্যে ইন্দ্রিয়গুলিই প্রধান; কিন্তু বিচার করলেই দেখা যাবে — ইন্দ্রিয়গুলি মনেরই চাকরমাত্র; কেননা অন্যমনস্ক ব্যক্তির কাণের কাছে ঢাক পিটালেও সে শুনতে পায় না—নয়কি? আবার মন পাগলেরও আছে, কিন্তু বুদ্ধিটা বিকৃত হওয়ার দরুণ-মনটা তার বশীভূত নয়; সব্‌টাই তার খাপছাড়া - - এলোমেলো। অতএব এগুলির মধ্যে বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ, এই সিদ্ধান্ত হয়। আবার বুদ্ধিও একটা আশ্রয় বা অবলম্বন বা আলোক না পেলে, প্রকাশিত বা ক্রিয়াশীল হতে পারে না, — সেইটিই আত্মা — চিন্ময়-আলোকস্বরূপ — স্বপ্রকাশ তত্ত্ব।

আরও দেখুন, শরীরের সবটুকু থাকলেও একটি জিনিসের অভাবে সবটকুই অচল। আজ যে ছেলের রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি দেখে বড় আদর করছি; আজ যাকে এক দন্ড দেখতে না পেলে আমি থাকতে পারি না, কাল যদি সে মরে যায়, তবে আমরা করি কি? না — তাঁর সেই বড় সুন্দর—বড় প্রিয় — আমার বড় আসক্তির বস্তু—তাঁর দেহটিকে ঘরে না রেখে সোজা শ্মশানে নিয়ে যাই — একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য। তাতে দুঃখে বুক্ ফেটে গেলেও আমরা তাইই করি, — কেন? আমরা বেশ জানি — যে এতদিন মান অভিমান করত আমার সঙ্গে — আজ আর সে নাই। সে ইন্দ্রিয়সমন্বিত ঐ দেহটি ছেড়ে চলে গিয়েছে, এখন ওটা প'চে যাবে। তখন আমরা বেশ বুঝতেও পারি, দেহটিই ব্যক্তি নয় — দেহটি তার ঘর — বাসা। যে বাস করত , সে ছেড়ে গেছে, — সেটিকেই বলা হয় সংস্কারবাহী আত্মা। আত্মা না থাক্‌লেও 'ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম' — জ্ঞান, ইচ্ছা, ক্রিয়াহীন জড়পদার্থ মাত্র। (ক্রমশ)

—

নিতাইপদ কমল কোটী চন্দ্র সুশীতল
যে ছায়ায় জগত জুড়ায় ।
হেন নিতাই বিনা ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় ।।

— শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ।

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসচূড়ামণি
শ্রীলভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সম্পাদিত)
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ (সম্পাদিত)
শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্
শ্রীপ্রেমধাম দেব-স্তোত্রম
অমৃতবিদ্যা (বাংলা ও উড়িয়া)
শ্রীশিক্ষাষ্টক
সুবর্ণ সোপান
শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা
শাশ্বত সুখনিকেতন
The Search for Sri Krishna :
Reality the Beautiful
(English, Spanish, Russian & Bengali)

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ থেকে
প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্থাবলী

শ্রীব্রহ্মসংহিতা
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্
শ্রীগৌড়ীয় গীতাঞ্জলী
শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ
শ্রীনামতত্ত্ব নামাভাস ও
নামাপরাধ বিচার
শ্রীনাম ভজন বিচার ও প্রণালী
শরনাগতি
কল্যাণকল্পতরু
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত
শ্রীচৈতন্যভাগবত
The Bhagavat

The Golden Volcano of Divine Love
(English & Spanish)
Bhagavad Gita
Hidden Treasure of the Sweet Absolute
Loving Search for the Lost Servant
(English & Spanish)
Life Nectar of the Surrendered Souls
(Prapanna-jivanamritam)
Sermons of the Guardian of Devotion
(Vol I, II, III & IV)
Subjective Evolution of Consciousness
The Mahamantra
Golden Staircase
Home Comfort
Holy Engagement
Absolute Harmony

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসে শ্রীলভক্তিসুন্দর
গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের ও
তাঁর সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী

Benedictine Tree of Divine Aspiration
Divine Guidance
Divine Message for the Devotees
The Divine Servitor
Dignity of the Divine Servitor
শ্রীভক্তিকল্পবৃক্ষ

ভ্রমিতে হবে না আর সংসার-কাননে ।
ঐ শোন গৌরজন ডাকে সর্ব্বজনে ।।
আয় আয় ত্বরা করি বাল-বৃদ্ধ নর-নারী দিব্য-চিন্তামণিধাম
-- গৌর জন্মভূমি,
প্রণয়ি-ভকতে সনে জীবনের শুভক্ষণে গৌরাঙ্গের জন্মদিনে
আয় পরিক্রমি ।।
ধাম-পরিক্রমা ক'রে সাঙ্গ হবে চিরতরে অনন্ত জনম ধ'রে
ব্রহ্মাণ্ড-ভ্রমণ,
দূরে যাবে ভব-রোগ খণ্ডিবে সকল ভোগ ভূলোকে-গোলোক-লাভ
-- ডাকে গৌরজন ।
ভ্রমিতে হবে না আর এছার ভুবন ।।

-- শ্রীলভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ